www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ১৭ বৈশাখ – ২৩ বৈশাখ, ১৪২৩ ঃ ৩০ এপ্রিল – ৬ মে, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 27, 30 April - 6 May, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ভোট দর্পণ
ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বিশ্ব উষ্ণায়নের মোকাবিলায় গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করল ভারত সহ ১৭০টি দেশ। মানবসভ্যতার ঠেলায় জলবায়ু আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। সঙ্গে রয়েছে ভ্রান্ত পরিকল্পনা।

রবিবার : বাংলাদেশে ফের খুন হতে হল মুক্তমনা এক অধ্যাপককে।

বাংলাদেশে উদারপন্থার কোনও স্থান নেই। সরকারও পরিস্থিতি বদলাতে ব্যর্থ। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু ভয়ে মুখে কুলুপ দিয়েছেন।

সোমবার : বিচার নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কথাটি যে কত

খাঁটি তা বুঝিয়ে দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি। বিচারের বিলম্ব কমাতে বিচারপতি নিয়োগের পক্ষে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সামনে কেঁদে ফেললেন বিচারপতি টিএস ঠাকুর। নিয়োগ যাদের হাতে সেই রাজনীতিকদের প্রাণ আদৌ কাঁদবে কি?

মঙ্গলবার : যতই নির্লজ্জ রাজনীতি হোক আফজল গুরুর সমর্থনে অনুষ্ঠানের অপরাধে

ছাত্রনেতা কানহাইয়া সহ ১৪ জনকে শাস্তি দিল জেএনইউ কর্তৃপক্ষ। মানুষের প্রশ্ন এত দেরি কেন?

বুধবার : এই দশকের সবচেয়ে ক্ষতি হল বিধ্বংসী আগুনে দিল্লির ন্যাচারাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল

হিস্ট্রি পুড়ে গিয়ে। ডায়নোসরের ফসিল সহ অজস্র দুর্লভ সংগ্রহ ছিল এখানে।

বৃহস্পতিবার : অসহ্য দাবদাহ, জ্বলছে দেশ। খরার কবলে চলে

যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমি। অন্যদিকে দেশের আর প্রান্ত অসম সহ সংলগ্ন রাজ্যে বন্যা। প্রকৃতি এবার মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

শুক্রবার : রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে তাঁকে। বার্ধক্যজনিত অসুখের কারণে তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বোতলবন্দি দাগি মস্তানরা

সুষ্ঠু ভোটের চ্যালেঞ্জ

পার্থসারথি গুহ

শেষ লগ্নে চলে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। আজ ৩০ এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলির মোট ৫৩টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে। আজকের ভোট মিটলে বাকি থাকবে আর মাত্র একটি ফ্রেজ। যা সম্পন্ন হবে আগামী ৫ মে। শেষের পর্বে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার (৯টি আসন) এবং দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরে (১৬ টি আসন) ভোট সাঙ্গ হবে। দীর্ঘ ভোট প্রক্রিয়া চলার পরেও মানুষের কৌতুহলের নিবৃত্তি ঘটবে না। অন্যান্য রাজ্যের ভোট শেষ হওয়ার পর একেবারে ১৯ মে ফলাফল প্রকাশ। ফলে আরও দুসপ্তাহ অপেক্ষা করেই কাটিয়ে দিতে হবে। যদিও ৫ মে ভোট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বুথ ফেরৎ সমীক্ষার মাধ্যমে ফলের একটা আভাস নিশ্চিতভাবে পাবেন রাজ্যবাসী। তবে সেটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো।

এদিকে আজকের ৫৩টি কেন্দ্রের ভোটদান নিয়ে উত্তেজনা একেবারে চরমে উঠেছে। একদিকে শাসক দল যেমন তাদের দুর্গ আগলে রাখতে মরিয়া তেমনই আবার নির্বাচন কমিশন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্বিঘ্নে ভোট শেষ করতে। তার আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থা হিসাবে ইতিমধ্যেই এই ৫৩টি কেন্দ্রের মধ্যে স্পর্শকাতর বলে উল্লেখিত আসনগুলি কড়া নিরাপত্তার বেড়াজালে মুড়ে ফেলা হয়েছে। কলকাতার চারটি কেন্দ্র এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত সতর্কতা হিসাবে পরিচিত দাগি অপরাধীদের মনিটরিং শুরু করে দিয়েছে পুলিশ এবং প্রশাসন। অন্য যে দিক থেকে এবারের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেকটাই বেশি সেটা হল ভোট শান্তিতে করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর

সঙ্গে একেবারে কাঠে কপাটে টক্কর দিচ্ছে রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ। ভাবখানা এমন কে কাকে কাজের নিরিখে ছাপিয়ে যেতে পারে। পুলিশ প্রশাসনের এই দায়িত্বশীল ভূমিকা যদি সারা বছর জারি থাকে তা হলে বোধহয় সমাজের বুকে কোনও পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, কাকদ্বীপ–এর মতো ঘটনা ঘটবে না। সাধারণ নাগরিক তো চান এমন পুলিশেরই মুখ দেখতে। অনেকটা 'শত্রু' সিনেমার সৎ অফিসারের মতো যে শাসক বা বিরোধী কোনও সংকীর্ণতার ধার ধারে না।

সবথেকে বড় কথা নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যে তার চাপ বাড়ানো শুরু করল এমন একটা সময় যখন থেকে কার্যত ঘাসফুলের মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে নির্বাচন হচ্ছে। প্রথমদিকে জঙ্গলমহলে বা পরে বীরভূমের ভোটে শাসকের অনেক জারিজুরি চোখে পড়েছে। বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে তো বিরোধীরা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন, এমনকী তাদের কর্মীরা মারা গিয়েছেন পর্যন্ত। এর মধ্যে অনেকটাই ব্যতিক্রমী ভোট হয়েছে উত্তরবঙ্গের ৪৫টি আসনে। তাও এই কয়েক দফা ভোটের অব্যাবহিত পরে জোটসঙ্গী কংগ্রেস এবং সিপিএমের তরফে সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ভালো ভোটের দাবি করা হয়েছে। আবার শাসক দলের পক্ষেও সুষ্ঠু ভোটের কথা বলা হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলন করে। পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে তৃণমূলের গড়ে যবে থেকে নির্বাচন শুরু হয়েছে। হাওড়া এবং উত্তর ২৪ পরগনায় কোনওরকম দাঁতে ফোটাতে পারেনি শাসক দলের কর্মীরা। যে সল্টলেকে মাস সাতেক আগেও রীতিমতো সন্ত্রাসের আবহে ভোট হয়েছে সেখানেই হঠাৎ করে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি যেন ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। এর পুরো কৃতিত্ব ভাগাভাগি করে দিতে হবে রাজ্য পুলিশ, বিধাননগর কমিশনারেট এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। এদের মধ্যে আবার ভোট পরিচালনায় নিজের দক্ষতা দেখিয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের শিরোপা পেয়েছেন দুঁদে গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে পরিচিত জাভেদ শামিম। যিনি এই মুহূর্তে আবার সল্টলেকের কমিশনারও বটে।

আজকের ভোটে সেই সল্টলেক মডেলই নাকি অনুসরণ করা হবে। বস্তুত ইতিমধ্যেই কলকাতার অপর প্রান্তে সেই ছবির কিছুটা ঝলক দেখিয়ে দিয়েছে সৌমেন মিত্রের নেতৃত্বাধীন কলকাতা পুলিশ। রাজীব কুমারের অপসারণের পর থেকে কোন এক মন্ত্রবলে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সিপি (কলকাতা পুলিশ)। কলকাতার কসবা কেন্দ্রে বিদায়ী মন্ত্রী জাভেদ খানকে জেতানোর জন্য ভাঙরের আরাবুল আর কাইজার নাকি হাজির থাকতে পারে এই খবর পাওয়া মাত্র এই কুখ্যাতদের ট্র্যাকিং করা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া কসবার বেশ কয়েকজন কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে একরকম চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। বেচাল দেখলেই যাদের চালান করা হবে সোজা গারদে। টালিগঞ্জে দাঁত ফোঁটানোর অনেক আগে থেকেই গ্রেফতার হয়ে গিয়েছে শেখ বিনোদ। যাদবপুরের কিছু অংশেও নাকি সে নিজের বাহুবল দেখাত বলে খবর মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে কয়েকজন কুখ্যাতকে একইভাবে বোতলবন্দি করে রাখা হয়েছে। খোদ প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রের হাসপাতাল কক্ষে সিসিটিভি বসিয়ে তার প্রতিটা পদক্ষেপ মাপা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলির 'নটি বয়' রাও ব্যাপক নজরদারির মধ্যে ওষ্ঠাগত। এত কিছু আশার সঞ্চার করে ভোটযুদ্ধের এক বড় অধ্যায় শেষ হবে আজ।

চলতি বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বরুণ মণ্ডল

জেলার ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৯৫ জন। এর মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ২৬। জেলার এই ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট বুথ থাকছে ৮৩৯১টি। এর মধ্যে কয়েকটি অক্সিলারি বুথও থাকছে। জেলার সর্বমোট নির্বাচক রয়েছে ৭২,৩৫,৩৩১ জন। জেলার সর্বমোট ৮৩৯১ টি বুথের জন্য প্রতি বুথ একটি করে ইলেকট্রনিক্স ভোটিং মেশিন (ইভিএম) তো থাকছেই এছাড়াও আরও প্রায় ৫০ শতাংশ ইভিএম সংগ্রহে রাখা থাকছে। সাধারণ পোলিং শুরুর প্রথম দু'ঘন্টার মধ্যে যে সমস্ত ইভিএম সমস্যার সৃষ্টি করবে সেগুলির পরিবর্তনের জন্য। জেলার এই ৮৩৯১টি বুথের মধ্যে স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে ৩,৫৫৫টি। এবার আসা যাক, কলকাতা পুলিশের আওতাভুক্ত এলাকায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যে ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, কসবা (১৪৯), যাদবপুর (১৫০), টালিগঞ্জ (১৫২), বেহালা পূর্ব (১৫৩), বেহালা পশ্চিম (১৫৪) ও মেটিয়াবুরুজ (১৫৭) এই ছয় বিধানসভা কেন্দ্রে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৪৯ জন। মহিলা প্রার্থী রয়েছে কসবা কেন্দ্রে দু'জন, টালিগঞ্জ একজন বেহালা পূর্বে দু'জন এবং বেহালা পশ্চিমে একজন। মোট ছ'জন। এই ছয় বিধানসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী রয়েছেন ২০ জন। কসবা কেন্দ্রে মোট প্রার্থী ১০ জন। নির্দল প্রার্থী পাঁচজন। যাদবপুরে মোটপ্রার্থী ন'জন। নির্দল প্রার্থী চারজন। টালিগঞ্জে মোট প্রার্থী আটজন। নির্দল প্রার্থী তিনজন।

বেহালা পূর্বে মোট প্রার্থী আট জন। নির্দল প্রার্থী দু'জন, বেহালা পশ্চিমে মোটপ্রার্থী আট জন। নির্দল প্রার্থী তিন জন এবং মেটিয়াবুরুজে মোট প্রার্থী ছ'জন নির্দল প্রার্থী একজন। এই ছয় বিধানসভা কেন্দ্রে মোট বুথ ১৭১৫টি। স্পর্শকাতর বুথ ১৩৯টি সেন্ট্রাল থাকছে ১১৩ কোম্পানি অর্থাৎ ১১,৩০০ জন। কলকাতা পুলিশ ভোটের দিন ময়দানে থাকছেন ৮২১৭ জন। রাতে সমস্ত রকমের যানবাহন চেকিং–এ থাকছে আধা

সামরিক বাহিনীসহ ১৫টি টিম। কলকাতা পুলিশ এলাকায় ভোটের দিন ৩৫টি অ্যাম্বুলেন্সকে ভোটের কাজে লাগানো হচ্ছে। থাকছে ২৭০টি মোবাইল টিম। এরই সঙ্গে ২৩টি থাকা এলাকায় ৪২টি মোটর সাইকেল টিম পাড়ার গলি তস্য গলিতে সমস্ত রকমের নিরাপত্তার দায়িত্ব। এবার জেলা পুলিশের আওতাভুক্ত যে ২৫টি বিধানসভা কেন্দ্র থাকছে তাতে মডেল বুথ থাকছে ৮৩২টি। সমস্ত রকমের মহিলা পরিচালিত বুথ থাকছে ২৫৮টি।

প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্যারা মিলিটারি ফোর্সকে জেলার ভোটের কাজে লাগানো হচ্ছে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান জেলার পুলিশ সুপার। জেলার মোট ১১২টি জায়গায় নাকাবন্দি রাখা হচ্ছে। সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলগুলিতে ৩০টি লঞ্চকে আধা–সামরিকসহ ভোটের কাজে লাগানো হচ্ছে। জেলার গেস্ট হাউস ও লজগুলি পয়লা মে সকাল ছ'টা পর্যন্ত তল্লাসি চলবে। ভোটের কাজে মোট ১০ হাজার রাজ্য পুলিশ রাখা হচ্ছে। গত ২৮ এপ্রিলকে সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার নবনিযুক্ত ভিএসও ভিইও অবনীন্দ্র সিংহ এসপি জানান, সুন্দরবন রিজিয়নের ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রতে এবার সম্পূর্ণরূপে 'গ্রিন ক্লিন ইলেকশন'র ব্যবস্থা রয়েছে, এখানে ভোটের কাজে কোনও প্লাসটিক ব্যবহৃত হচ্ছে না। এখানে ভোটের কাজে পাটের ব্যাগ বা এলপিজি ও সিএনজি চালিত গাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে নির্বাচকরা যাতে ভোটের দিন বুথ মুখো হয় সেজন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন হাজারো ব্যবস্থা থাকলেও বুথের লাইনে কতজন নির্বাচক ভোট চলাকালীন দাঁড়িয়ে আছে তা জানার জন্য বর্ধমান জেলা যে ব্যবস্থাপনা করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন তা করতে যে ব্যর্থ তা নবনিযুক্ত ডিইও–র কাছ থেকেই জানা গেল। জেলার মোট ভোটার স্লিপ বিলিবন্টন হয়েছে ৯৩ শতাংশ। রাজনৈতিক দলগুলিকে স্মরণে রাখতে হবে বুথের ১০০ মিটার অর্থাৎ ১৩২ কদমের মধ্যে কোনও পতাকা, ব্যানার বা হোর্ডিং লাগানো থাকলে তা খুলে ফেলতে হবে। প্রসঙ্গত, সেন্ট্রাল ফোর্স বলতে, সিআরপি, বিএসএফ, সিআইএসএফ–এর জওয়ানদের বোঝায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ভৌগোলিক ভাবে বৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত। এখানে একদিকে যেমন ঝাঁ চকচকে নগর সভ্যতা দৃশ্যমান তেমনই অপর দিকে রয়েছে দ্বীপের মধ্যে বসবাসকারী মানুষজন। একদিকে সাগর এবং নদীনালা বেষ্টিত অংশ, আবার অপর দিকে বাঘের সঙ্গে লড়াই করা মধুসংগ্রহকারী এবং কাঁকড়া শিকারিরাও এখানে নিজেদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস গড়ছেন প্রতিনিয়ত। ফলে এই বৈচিত্রপূর্ণ জেলায় ভোট পর্ব সম্পন্ন করতে স্থলপথের পাশাপাশি জলপথেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এই সবদিক মাথায় রেখে প্রশাসনকে তৎপরতার সঙ্গে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে যাতে সব ধরনের মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।

পার্ট এবং সিরিয়াল নম্বর জানতে এসএমএস করুন WBELEC <স্পেস> EPIC NO: এই নম্বরে ৯০০২৪৮১৮৭৪ বা WB <স্পেস> EC<স্পেস> ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড পাঠিয়ে দিন এই নম্বরে ৫১৯৬৯।

জেলার কন্ট্রোল রুমের টোল ফ্রি হেল্প লাইন নম্বর: ১৮০০৩৪৫৫৫৮০ এবং কন্ট্রোল রুমের নম্বর : ০৩৩২৪৭৯৭০৯৬

মানিকের বিস্ফোরক মন্তব্যে খুলে গেল জোটের মুখোশ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে ২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচন যেন নীতি–আদর্শ বিসর্জনের নজির সৃষ্টিকারী নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল, বলে মন্তব্য করলেন রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞমহল। ১৯৭১–৭২ সালের কংগ্রেসী জুজু দেখিয়ে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে। টানা চৌত্রিশ বছর তারা রাজত্ব করে গেল। অথচ এবার সেই কংগ্রেসীদের সঙ্গে জোট করতে এতটুকু বাধল না বামপন্থী দলের প্রধান শরিক সিপিএমের। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক পাঁচুগোপাল হাজরার মতে, এই জোট আসলে ভোটের অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের জোট। তাই এই জোটকে ঘোঁট বলে মন্তব্য করলেও অত্যুক্তি হয়না বলে মনে করেন তিনি। পাঁচুগোপালবাবু বলেন, 'যারা সিপিএমের জন্যে দীর্ঘ লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন করেছেন, জীবন দিয়েছেন— তাঁদের কাছে সিপিএম এখন 'বামপন্থী' দল নয়, 'ভোটপন্থী' দল। কারণ ভোটে জেতার জন্য এই দল আজ সব নীতি, আদর্শ বিসর্জন দিয়েছে। এসইউসি'র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কৃষক সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব কানাই ঘোষ বলেন, 'কংগ্রেস হল, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দল। বামপন্থী নীতি–আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসের নীতি আদর্শের বিস্তর ফারাক। আমরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরোধী। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। একারণে

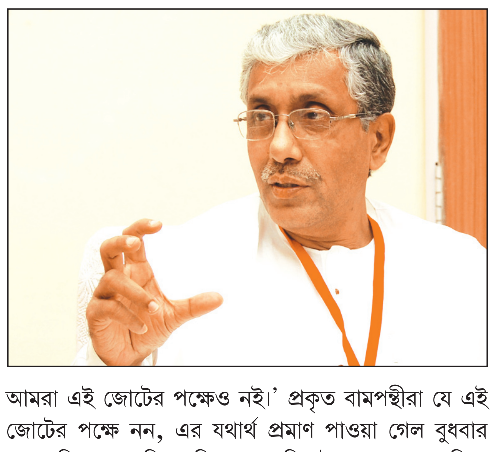

আমরা এই জোটের পক্ষেও নই।' প্রকৃত বামপন্থীরা যে এই জোটের পক্ষে নন, এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া গেল বুধবার ২৭ এপ্রিল মহামতি লেনিনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ত্রিপুরার এক সভায়। এদিনের এই সভায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীন সিপিএম নেতা মানিক সরকার সিপিএমকে 'ছাগলের তৃতীয় সন্তান' বলে মন্তব্য করেন। যে সিপিএম বলত, 'গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়।' তারই ছেলে রাহুল গান্ধির সঙ্গে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানের সভায় একই মঞ্চে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সভা করতে দেখা গেল। এমনকি কংগ্রেসের যে হাইকমান্ডকে তাঁরা তাঁদের শাসনকালে 'বিদেশিনী' বলে এসেছেন, তাঁর সঙ্গেও একই মঞ্চে সামিল হতে বাধেনি তথাকথিত কমরেডদের। এই দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা কি মনে করলেন, জনগণ এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে গিয়েছে? এখনও খুঁজলে কয়েকটি দেওয়ালে সেইসব স্লোগান আজও জ্বলজ্বল করতে দেখা যাবে। সেদিনের স্লোগানকে মিথ্যা প্রমাণ করতেই কি এই সভা? জনমানসে উঠছে এমনই প্রশ্ন।

পাশাপাশি বহুল প্রচারিত একটি বাংলা দৈনিকের প্রথম পাতায় বৃহস্পতিবার ২৮ এপ্রিল প্রকাশিত হয় বিরোধী জোটের 'সাজানো সংসার'–এর ছবি। এই ছবি এবং প্রতিবেদন দেখে এমনই মনে হয়, যেন এই সংসারকে সাজানোর দায়িত্ব পেয়েছে বিশেষ সেই গণমাধ্যম। যে গণমাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিরোধীরা কি আঘাত হানতে পারবে?

কুনাল মালিক

৩০ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। নির্বাচনের প্রথমার্ধে মনে হচ্ছিল তৃণমূল ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চলেছে। কিন্তু নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে এসেছে খেলা ততই জমে উঠেছে। এবারের নির্বাচনে তৃণমূলকে সহজে মাঠ ছাড়তে নারাজ বিরোধীরা। একদা লাল দুর্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে তৃণমূলের জয়যাত্রা শুরু হয়। তারপর লোকসভা, বিধানসভা আবার পঞ্চায়েত, পুর নির্বাচনে তৃণমূলের শক্তি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। সেইসঙ্গে অবশ্য বেড়েছে গোষ্ঠী কোন্দল–লবি বাজিও। তাই এবারের নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী পদ নিয়ে কম কাদা ছোড়াছুড়ি হয়নি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায় দলীয় ক্ষোভ বিক্ষোভ সামাল দিয়েছেন কোনও রকমে। বিক্ষুব্ধ নেতাদের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান করে ঠান্ডা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন নীচু তলার কর্মীরা আদৌ মন থেকে সব মেনে নিয়েছেন কিনা সন্দেহ। তাই এবার নির্বাচনে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তৃণমূলের শত্রু তৃণমূলই।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড়, ক্যানিং পশ্চিম, রায়দিঘি, ডায়মন্ডহারবার, মহেশতলা, মগরাহাট পশ্চিম, সাগর, সাতগাছিয়া, কুলতলি, বাসন্তী কেন্দ্রে এবার জয়ের স্বপ্ন দেখছে সিপিএম ও কংগ্রেসের জোটদল। সিপিএম সূত্রে এমনই খবর। কংগ্রেসের থেকে সিপিএম দলের কর্মীরা জোট নিয়ে বিশেষ আশাবাদী। তাই গত ২৭ এপ্রিল বিড়লাপুরে দেখা গেল রাহুল গান্ধির সভায় সিপিএমের কর্মী সমর্থকরাই বেশি মাঠ ভরিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় গত সাড়ে চার বছরে রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, পরিবহনের যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে, একথা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল, হালের স্টিং নারদ কান্ড, কিছু মিডিয়ার লাগাতার শাসকদলের দুর্বলতার প্রচার, তার সঙ্গে কংগ্রেস ও সিপিএমের শীর্ষ নেতাদের যৌথ প্রচারের তেজ, কিছুটা হলেও যেন শেষ বেলায় তৃণমূলকে ম্লান করে দিয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

সোনা নিয়ে শঙ্কা ভারতীয় বণিক মহলে

শুদ্ধাশিস গুহ

সোনে পে সুহাগা বা সাদা বাংলায় বললে সোনায় সোহাগা। উজ্জ্বলতম ধাতুটিকে এইরকম বিশেষণে প্রায়শই ভূষিত করা হয়। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতবাসীর কাছে এই হলুদ বর্ণের ধাতুটি সমাদৃত হয়ে আসছে। তার ওপর আবার বাঙালির তো এই সোনার ওপর অপরিসীম টান। মৃত্যুর পরেও প্রেতাত্মার চাহিদায় ফিরে ফিরে এসেছে সোনার প্রতি হাহুতাশ। হ্যাঁ,রবিঠাকুরের মণিহারের কথাই বলছি। আসলে লেখার আড়ালে সোনার প্রতি বাঙালি নারীর অপার টানের কথাই তুলে ধরেছেন বিশ্বকবি। তা এহেন সোনার গতিপথে এখন বেশ মন্দার ছোঁয়া। কলকাতা থেকে সারা দেশেই হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে উঠেছে সোনার কেনাবেচা। যদিও এখন দোকানপাট খুলেছে (দেশের কিছু অংশে এখনও নাকি বনধ চলছে) কিন্তু তাতে কেমন যেন নিষ্প্রাণ চাউনি। তা হলটা কি হঠাৎ করে যার জেরে প্রায় দেড়মাস লাগাতার বন্ধ ছিল সোনার দোকানগুলি। বউবাজারের মতো সোনার হাটে শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। ভাবা যায়, বিয়ে–শাদি জমিয়ে তোলার মূল উপকরণ কিনা নানা করের বেড়াজালে বন্দি। কবে কিভাবে তার মুক্তি হবে তাও বিশ বাঁও জলে। যদিও স্বর্ণ শিল্প বাঁচাও সমিতির কর্ণধাররা আশা করছেন এই অচলাবস্থা এবার কাটবে। হাসি ফুটবে কারিগর, দোকানদার থেকে ক্রেতার মুখে মুখে। আর এই প্রাণোচ্ছল হাসি বয়ে আনার ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি এখন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিরা এ জন্য বারংবার হিল্লি দিল্লি ছুটে বেড়াচ্ছেন। কখনও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের সঙ্গে সাক্ষাত। আবার কখনও বিজেপি সভাপতি তথা প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক। মন্ত্রী পিযুষ গোয়েলের সঙ্গে দেখা করার আগে খোদ প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন স্বর্ণশিল্প বাঁচাও কমিটি। সেসময় ব্যস্ততার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এই দায়িত্বে ঠেলে দেওয়া হয় মন্ত্রী গোয়েলের বিভাগে।

এখন দেখে নেওয়া যাক সোনার উজ্জ্বলতায় অকস্মাৎ মলিনতা এসে জুটল কোথা থেকে। সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গ স্বর্ণশিল্প বাঁচাও কমিটির অন্যতম প্রধান হোতা বাবলু দে'র। বাবলুবাবু জানালেন, যে এক্সাইজের নাম শুনলেই ক্রেতার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে ওঠে সেই বিড়ম্বনা থেকে সরলীকৃত ব্যবস্থা গড়ে তুলে ক্রেতা–বিক্রেতা এবং কারিগরদের স্বার্থ রক্ষা করার প্রয়াসেই এই আন্দোলন। যা সঠিক পথেই এগোচ্ছে বলেই তাঁর আশা। এমনকি মন্ত্রী স্বয়ং তাদের এই বনধ প্রক্রিয়া বজায় রেখে চাপের রাজনীতি চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন বলেও জানান তিনি। বাবলুবাবুদের আক্ষেপ স্বর্ণ শিল্প যেখানে সরকারিভাবে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে সেখানে আবার অতিরিক্ত অর্থ কেন প্রদান করতে হবে এক্সাইজের নামে। এই জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে কারিগররাওনিজেদের আত্মস্থ করতে পারছেন না। ফলে দিনের পর দিন এই শিল্পে অচলায়তন গড়ে উঠছে। রাজ্য সরকারকে এমনিতেই ১ শতাংশ হারে ভ্যাট বাবদ কর গুণতে হচ্ছে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। এখানে তাই 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া' হয়ে উঠছে ইমপোর্ট ডিউটি বা আমদানি শুল্ক চাপানোয়। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দাবি কর যদি বাড়ানোর এত তাড়া তা হলে ইমপোর্ট ডিউটি নামক ভিলেনকে ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হোক। একনাগারে দোকান বন্ধ থাকার পরে মাঝে যে দুদিনের জন্য সোনার দোকান উন্মুক্ত হয়েছিল তা নাকি সংশ্লিষ্ট দফতরের আশ্বাসের ভিত্তিতে। পিযুষ গোয়েলের ব্যক্তিগত আশ্বাসেই উঠে গিয়েছিল ধর্মঘট। ওমা দোকান খোলার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাপারীরা মালুম করলেন যে এই সংক্রান্ত সার্কুলারে প্রচুর অসঙ্গতি রয়েছে। মন্ত্রী ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে বসে সেই অসঙ্গতির কথা স্বীকারও করেছেন। সরকারের নমনীয়তা বা ব্যবসায়ীদের প্রতি সহমর্মীতা দেখে আপাতত দোকান খুলছেন ভূভারতের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। কিন্তু অদূরে যদি কেন্দ্র এই অতিরিক্ত কর চাপানোর কোনও হিল্লে না করে তা হলে ফের বনধের রাস্তায় যেতে পারেন ব্যবসায়ী এবং কারিগররা। যে কারিগরদের কোনও পরিকাঠামো ঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি সেখানে তাদের পক্ষে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা তো অসম্ভবের সামিল।

অর্থনীতি

সোনার দোকানে তালা ঝুলে যাওয়ায় সবথেকে বড় দুর্বিপাকে নিশ্চিতভাবে পড়েছেন কন্যাদায়গ্রস্তরা। শুধু মেয়ের বাড়ি বলে নয়, নিকট আত্মীয়, বরপক্ষ সবাইয়ের এক অভূতপূর্ব জটিলতার সম্মুখীন হওয়ায় এও একধরণের রেকর্ড। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে এই ৪০ দিন দোকানের ঝাপ বন্ধ থাকায় সারা ভারতবর্ষের নিরিখে প্রায় এক লাখ দশ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই প্রতিদিন গড়ে ৪০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। ভ্যাট বাবদ ৪৫ লক্ষ টাকা প্রতিদিন খুইয়েছে রাজ্য সরকার। সবদিক থেকে ক্ষতির খয়রাতি সংগঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রের সদিচ্ছা, এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নমনীয়তা সবের যোগফল হতে পারে স্বর্ণশিল্পে স্থিতি। অবশ্য সবার আগে অতিরিক্ত কর চাপানোর নাগপাশ থেকে রক্ষা করতে হবে এই শিল্প, স্বর্ণব্যবসায়ী ও কারিগরদের।

সোনা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় তথা বাঙালির জীবনে তা কয়েকটি বাক্যে মোটেই বোঝানো যায় না। এই হলুদ বর্ণের ধাতুটি কয়েকবছর আগেই ধূমকেতুর মতো গতিশীল হয়ে বেড়েছে দামের অনুপাতে। বিশেষ করে ২০০৭ নাগাদ যে সোনার ভরি ছিল মাত্র ছয়–সাত হাজার তাই বিশ্ব আর্থিক বাজারের দুগর্তির সময়ে রকেটের ন্যায় পৌঁছে যায় ৩৩–৩৪ হাজারে। বস্তুত ওই সময় সোনার গতি এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল মনে করা হচ্ছিল ৫০ হাজারের ঘর না ছুঁয়ে ফেলে। তা সম্ভব হয়নি। যে বাজারের সর্বনাশে সোনার পৌষমাস হয়েছিল সেই আর্থিক বাজার বা শেয়ার মার্কেট সারা বিশ্ব জুড়েই ঘুরে দাঁড়ানোয় সোনার গতি হ্রাস পায়। শ্লথ গতিতে হেঁটে সোনা ৩৩ হাজার থেকে ২৩ হাজারের কাছেপিঠেও চলে আসে একসময়। জানি না সোনার এই ব্যাপক পতনের সময় কোন ভাগ্যবানরা বেশি করে সোনা ক্রয় করেছেন। কারণ পরবর্তী ক্ষেত্রে আবারও ধাবমান হয় সোনার গতি। অবশ্য নয়া উচ্চতার খোঁজ আর পায়নি কনক। সোনা যেন খানিকটা থমকে গিয়েছে এই মুহূর্তে এসে। তার সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে এদেশে সোনাকে নিয়ে এত বড় জট–জটিলতা। এর ফাঁস কেটে শীঘ্র বের হতে না পারলে ভোগান্তি কপালে রয়েছে সকলের। ভাবুন তো চৈত্র কাটিয়ে আমরা যখন বৈশাখে প্রবেশ করছি তখন চারিদিকে বিয়ের নহবৎ বাজবে।

তাতে সোনার যদি দখলদারি না থাকে তা হলে তো পুরো আনন্দটাই ফিকে হয়ে যাবে। এই খবর যখন লেখা হচ্ছে তখন আবার সোনার বাজার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এর মানে এই নয় যে সোনা আবার আগের উচ্চতায় চলে গিয়েছে। তাও সোনার দোকানগুলি তথা ব্যবসায়ীরা মাঝে যে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন তার থেকে অনেকটাই বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও সোনা ব্যবসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত অনেকেরই মত সোনা নিয়ে ফের একটা ডামাডোল সামনে চলে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে সোনার দোকানগুলি আবারও ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে পারে। যদিও এখন কলকাতার বউবাজার পাড়ায় গেলে ভালো লাগবে আবার নিজেদের সজ্জিত করে সোনার ব্যাপারীরা বসে আছে দেখলে। এই স্থিতাবস্থা যাতে বজায় থাকে সেই কামনা সকলের।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ এপ্রিল – ৬ মে, ২০১৬

মেষ : শরীরের দিকে নজর দেবেন, কোমরে চোট আঘাতের যোগ, পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, কর্মস্থলে দায়িত্ব বাড়বে। বন্ধুদের সহায়তা লাভ করবেন।

বৃষ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন, অর্থনৈতিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যাবে, মাথা ঠান্ডা রেখে চলার চেষ্টা করুন। শত্রুতার যোগ।

মিথুন : ত্রিধাতু রোগে কষ্ট পেতে পারেন, কথাবার্তায় সংযত থাকা উচিত। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কর্কট : বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। চলার পথে অনেক বিপদ এলেও আপনি সেগুলো সামলিয়ে নিতে পারবেন।

সিংহ : কম–বেশি ঝগড়া অশান্তি লেগেই থাকবে। অতএব নিজেকে যথেষ্ট সংযমী হয়ে চলতে হবে। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটতে পারে। লেন–দেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

কন্যা : ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ এড়িয়ে চলুন পুরনো ঝামেলা নতুন করে ফিরে আসতে পারে। লেখাপড়ায় বাধা এলেও ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

তুলা : স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে এগিয়ে যাবেন না। বেকারত্বের অবসান হবে খাওয়া–দাওয়া বুঝে করতে হবে। পাকাশয়ের পীড়ার যোগ। শিক্ষায় চঞ্চলতার জন্য ক্ষতি। নূতন করে ব্যবসায়ে অগ্রসর হবেন না।

বৃশ্চিক : ভাই বোনের সাহায্য লাভ করবেন, ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট করলে ভাল হবে, এমন যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। শরীর ভাল যাবে না। সাবধানে চলুন।

ধনু : পানাহারে সংযত হতে হবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট।

মকর : ব্যবসা–বাণিজ্যে আশানুরূপ ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি, বন্ধু–বান্ধব ও পরিবেশ পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি সামলিয়ে নিতে পারবেন।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। প্রতারনার যোগ রয়েছে। রাস্তা–ঘাটে সাবধানে চলবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। মানসিক চঞ্চলতা ও উদ্বেগ ক্ষতির কারণ হবে। হাড়ের ব্যথায় কষ্ট।

মীন : শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করতে সক্ষম হবেন।

রাজ্যে সাত কোর্টে শতাধিক চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ১৮৪ জন কর্মী নেবে কলকাতা হাইকোর্টের অধীনস্থ রাজ্যের ৭টি জেলা আদালত। জেলা আদালাতগুলি হল : পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কোচবিহার ও কলকাতার সিটি সিভিল কোর্ট। নিয়োগ হবে ইংলিশ ও বাংলা স্টেনোগ্রাফার, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/অ্যাসিস্ট্যান্ট , সামনস বেলিফ, প্রোসেস সার্ভার, বাংলা ও ইংলিশ কপিইস্ট/টাইপিস্ট–কপিইস্ট এবং বিভিন্ন গ্রুপ 'ডি' পদে।

শূন্যপদের বিবরণ : ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার : মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে ৫টি (সাধারণ ১, সাধারণ–ইসি ২, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ১)। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে ৩টি (সাধারণ ২, সাধারণ–ইসি ১)। কোচবিহারের ক্ষেত্রে ৩টি (সাধারণ ১, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, ওবিসি এ–ই সি ১)। কলকাতার ক্ষেত্রে ৩টি (সাধারণ–ইসি ১, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে ৪টি (সাধারণ ২, সাধারণ ইসি ১, তফসিলি জাতি ১)। বীরভূমের ক্ষেত্রে ২টি (সাধারণ–ইসি১, তফসিলি জাতি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ে সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে এবং কম্পিউটার অপারেশনে দক্ষ হতে হবে। এছাড়া ইংরেজিতে শর্টহ্যান্ডে মিনিটে ৮০টি শব্দের দ্রুততা ও ইংরেজিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কেবল পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে এই পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

বাংলা স্টেনোগ্রাফার : মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে ৩টি (সাধারণ ইসি১, তফসিলি জাতি ইসি ১, তফসিলি উপজাতি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে বাংলা শর্টহ্যান্ড মিনিটে ৬০টি শব্দ ও টাইপিংয়ে মিনিটে ২০টি শব্দের দ্রুততা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/অ্যাসিস্ট্যান্ট : মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে ১৩টি (সাধারণ ৪, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ব, তফসিশি জাতি ১, তফসিলি জাতি ইসি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এইসি ১, ওবিসি–বিইসি ১)। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে ১১টি (সাধারণ ১, সাধারণ ইসি ব, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ২, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্দী ১, তফসিলি জাতি২, তফসিলি জাতি ইসি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এইসি ১, ওবিসি–বিইসি ১)। দার্জিলিঙের ক্ষেত্রে ১১টি (সাধারণ ৭, সাধারণ ইসি ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি১)। কোচবিহারের ক্ষেত্রে ৬টি (সাধারণ ২, সাধারণ–ইসি১, তফসিলি জাতি–ইসি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–বি১)। দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে ১২টি (সাধারণ ৪, সাধারণ–ইসি ২, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, সাধারণ–খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি–এ১)। বীরভূমের ক্ষেত্রে ১৫টি (সাধারণ ২, সাধারণ ইসি ৩, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি জাতি ইসি ১, তফসিজল জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ১, ওবিসি–বি১, ওবিসি–বিইসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ে অন্তত ৬ মাস মেয়াদের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে এবং কম্পিউটার অপারেশনে দক্ষ হতে হবে। মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে ইংলিশে মিনিটে ৩৫টি শব্দ ও বাংলায় মিনিটে ২৫টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে কম্পিুটারে কোর্সে ডিপ্লোমা থাকলেও চলবে এবং মিনিটে ২০টি ইংরেজি শব্দ টাইপিংয়ের দক্ষতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,৪০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

কপিইস্ট/টাইপিস্ট–কপিইস্ট : কোচবিহারের ক্ষেত্রে ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১) ইংলিশ টাইপিস্ট–কপিইস্ট : মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে ৬টি (সাধারণ ১, সাধারণ ইসি ১, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এইসি১)। বীরভূমের ক্ষেত্রে ৩টি (তফসিলি জাতি ইসি১, তফসিলি উপজাতি ২)। বাংলা টাইপিস্ট–কপিইস্ট : মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে ১টি (তফসিলি উপজাতি)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উপরোক্ত তিনটি পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ে সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। এছাড়া ইংলিশ টাইপিস্ট–কপিইস্ট পদের ক্ষেত্রে মিনিটে ৩০টি শব্দ এবং বাংলা টাইপিস্ট–কপিইস্ট পদের ক্ষেত্রে মিনিটে ২০টি শব্দ কম্পিউটারে টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

প্রোসেস সার্ভার/সামন বেলিফ : মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে ৫টি (সাধারণ ১, সাধারণ–ইসি১, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী

কাজের খবর

১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে ১টি (সাধারণ–ইসি)। কলকাতার ক্ষেত্রে ১টি (তফসিলি জাতি) দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে ২টি (সাধারণ–ইসি১, তফসিলি জাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : পুরুলিয়া ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাস। বাকি জেলাগুলির ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাস। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা শুধুমাত্র পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

গ্রুপ 'ডি' (অফিস পিওন/নাইট ওয়াচম্যান/ফরাস/সুইপার/অফিস/আর্দালি) : মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে ২৩টি। এর মধ্যে পিওন/ফরাস/নাইট গার্ড ২০টি (সাধারণ ৯টি, সাধারণ–ইসি১, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি জাতি–ইসি২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ২, ওবিসি–বি১)। কর্মবন্ধু (সুইপার) ৩টি (সাধারণ), পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে ৭টি (সাধারণ ১, সাধারণ খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–এ১, ওবিসি–বিইসি ১)। দার্জিলিঙের ক্ষেত্রে ৯টি। এর মধ্যে কর্মবন্ধু ১টি, নাইট গার্ড ৩টি (সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী, ২, ওবিসি–এ১), অফিস পিওন ৫টি (সাধারণ ৩, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ২)। কোচবিহারের ক্ষেত্রে ১০টি (সাধারণ ৩, সাধারণ ইসি১, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি–ইসি১, তফসিলি উপজাতি–ইসি ১, ওবিসি–এইসি১, ওবিসি–বিপ্রাক্তন সমরকর্মী ১)। কলকাতার ক্ষেত্রে ১১টি। এর মধ্যে পিওন ১০টি (সাধারণ ২, সাধারণ ইসি১, সাধারণন প্রাক্তন সমরকর্মী ১, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি–এইসি১, ওবিসি–বি১)। ফরাস ১টি (সাধারণ–ইসি) দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে ১০টি (সাধারণ ১, সাধারণইসি ৩, সাধারণ–খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি–এ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–বিইসি ১)। বীরভূমের ক্ষেত্রে ২টি (সাধারণ–ইসি ১, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাস। বেতনক্রম : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

বয়স : সবক্ষেত্রেই ১–১–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোচবিহারের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্টেনোগ্রাফি, টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন সংশ্লিষ্ট, জেলার ওয়েবসাইট।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : ecourts,gov.in/india/west-bengal যে–জেলার আদালতের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, সেই জেলার আবেদন পত্র পূরণ করবেন যথাযথ ভাবে।

পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে অনলাইনে দরখাস্ত পূরণ করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : ecourts.gov.in/india/west-bengal/purulia/recruitment পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট পাঠাতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রেও এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.drcmurshidabad.in

দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে ১৯ মে, পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে ৩০ মে, দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে ২৩ মে, বীরভূম, কোচবিহার কলকাতা এবং দার্জিলিঙের ক্ষেত্রে ২০ মে। মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে দরখাস্ত সরাসরি নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হয়ে জমা দিতে হবে। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে দরখাস্ত কেবল স্পিড পোস্টে পাঠাবেন। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : বীরভূমের ক্ষেত্রে : The District Judge, Birbhum, Pin-731101. মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে : The District Judge, Murshidabad at Berhampur (W.B.), Pin-742 101. পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে : The Chairman, District Recruitment Committee, District Court, Purulia, Post Box No. 12005, Cossipore Post Office, Kolkata-700 002. দার্জিলিঙের ক্ষেত্রে : The District Judge, (Appointment Section), Kutchery Compound, PO & Dist. Darjeeling-734101. কোচবিহারের ক্ষেত্রে : The District Judge and Chairman District Recruitment Committee, District Judge's Office, Coach Behar, PO & Dist. Cooch Behar, Pin-736101. কলকাতা সিটি সিভিল কোর্টের ক্ষেত্রে : The Ld. Chief Judge, City Civil Court Calcutta, 2 & 3 Kiran Sankar Roy Road, Kolkata-700 001. দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে : The Chairman, District Recruitment Committee, Dakshin Dinajpur, Judgeship, Dakshin Dinajpur At Balurghat, Pin-733101.

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**–শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

চোখে সর্ষে ফুল দেখবে বিরোধীরা : মমতা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

২৬ তারিখ ঠিক দুপুর তিনটে আঠাশ মিনিটে হঠাৎ দেখা গেল বেতবেড়িয়ার আকাশে হেলিকপ্টার। বহু প্রতীক্ষার পর মাঠে বসে থাকা

মানুষদের চিৎকার শুরু হয়ে গেল ওই মমতা আসছে। হেলিকপ্টার থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে মুখে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে মঞ্চে এসে হাজির হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন নির্বাচনী জনসভায় প্রার্থী ছিলেন ক্যানিং–এর পূর্ব, পশ্চিমের দুজন, শ্যামল মণ্ডল ও সওকত মোল্লা এবং বারুইপুর পূর্ব ও পশ্চিমের বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল মন্ডল। এই চার প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার করলেন মমতা। কি বললেন সিপিএমের এই ৩৪ বছরের সন্ত্রাসের কথা। নিজের সব কথা উল্লেখ করলেন। তাপসী মালিক হত্যা। সাঁই বাড়িতে হত্যা করে বেলচা দিয়ে ছেলেদের রক্ত ছড়িয়েছিল মায়ের গায়ে। বালিগঞ্জ ব্রিজের উপর ১৩ জন আনন্দমার্গীকে হত্যা, নন্দীগ্রামে গুলি করে হত্যা, নেতাই, বানতলা, সারা রাজ্যে ৩৪ বছরে শুধু খুনের তালিকা দিয়েছেন। উনি নিজে যেভাবে খুন হয়ে যেতেন সিপিএমের কাছে সেও ব্যাখ্যা করেন। শুধু তাই নয় একজন তৃণমূল করতো বলে কমরেডরা তার মুখের মধ্যে জ্যান্ত কই মাছ ঢুকিয়ে মুখ চেপে ধরে বেমালুম পেটে ঘুষি লাথি মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল যাকে মমতা বাঁচিয়েছিলেন। এরপর বলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উন্নয়নের কথা— গঙ্গাসাগরকে ঢেলে সাজানো হয়েছে, বারুইপুরে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হয়েছে। ১০ কোটি টাকা দিয়ে ফুরফুরা শরিফকে সুন্দর করা হয়েছে। বারুইপুরে উত্তমকুমার সিটি হচ্ছে, মৎস্যজীবীদের জন্য পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় রাজ্যে ৬৮ লক্ষ কর্মসংস্থান করে দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন। ৮ কোটি লোককে দু টাকা কিলো চাল দেওয়া হচ্ছে। তুলোধনা করেন সিপিএম–কংগ্রেস জোট এবং বিজেপিকে। এরা সব ১৯ মে পর চোখে সর্ষে ফুল দেখবে। আমাদের বাংলায় কোনও সন্ত্রাস করতে দেব না। যা কর বাংলার বাইরে কর এখানে এ সব চলবে না। মোদি কোনও দিন বাংলার খোঁজ খবর নেন না এখন ভোট চাইতে বাংলায় আসছেন। আর নালিশ করছেন কমিশনের কাছে। কমিশনের নির্দেশ এতো কঠোর যেন কারফিউ হয়েছে। ভোটারদের হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। শত কারফিউ হলেও বাংলার গণতন্ত্র ভাঙা যাবে না। আমাকে ধমকালে আমি গর্জাই। আমাকে চমকানো যাবে না। আমি অনেক ছোটবেলা থেকে রাজনীতি করছি সুতরাং ভয় দেখিওনা সিপিএম। বিরোধীদের হুঙ্কার দিয়ে সভা শেষ করলেন। সেদিন ছিল ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রায় দশ হাজার মানুষের ভিড় ছিল এই বেতবেড়িয়ার জনসভায়।

বিপুল ভোটে হারবে সূর্য : অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি গড়িয়া স্টেশনের পাশে সংঘশ্রী মাঠে জনসভা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উত্তরের প্রার্থী ফিরদৌসি বেগম, দক্ষিণের প্রার্থী জীবন মুখোপাধ্যায় ও রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব– দাস ও অন্যান্যরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন আপনারা এই তাপদাহ উপেক্ষা করে যারা এসেছেন তারা সিপিএমকে ভোটে হারাতে এই জনসভায় যোগ দিয়েছেন। এই সাড়ে চার বছরে আমাদের সরকার যেভাবে উন্নয়ন করে দেখিয়েছে সেটা সিপিএম ৩৪ বছরে দশ শতাংশ উন্নয়ন–এর হিসাব করে দেখাক। আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উন্নয়ন দেখাতে পারবে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যে সমস্ত উন্নয়নগুলি হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বারুইপুরে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ক্যানিং–এ স্টেডিয়াম, ঝকঝকে রাস্তা, চকচকে আলো, স্কুলে স্কুলে সাইকেল বিতরণ, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খাদ্যশ্রী প্রভৃতি। এছাড়া কামালগাজীতে ব্রিজ ও বারুইপুরে উড়ালপুল, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হাসপাতালগুলি বিনা পয়সায় চিকিৎসা সহ আর যেসব প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হয়েছে তারা কি দেখতে পাচ্ছে না। তাদের চোখে ছানি পড়েছে। ১৯শে মে ভোট বাক্স খোলার পর আমি ঠিক করেছি বেশ কিছু ছানি কাটাবার হাসপাতাল খুলবো কমরেডদের জন্য। যাতে করে আমাদের উন্নয়নগুলি দেখতে পায়। সূর্যবাবুরা

মানুষ মেরে খুন করে আবার মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে চায়। আমরা বাস্তববাদী মানুষের হয়ে কাজ করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সৈনিক। সূর্যবাবুর মত নেতাদের স্ত্রীদের নামে বিভিন্ন ব্যবসার হিসাব দিলেন অভিষেক। এখন বাংলার মানুষ ২ টাকা কেজি দরে চাল পাচ্ছে, একসময় সিপিএম কংগ্রেসীদের কচুকাটা করেছিল, সন্ত্রাস চালিয়েছিল। বাংলার মানুষ তা ভুলে যায়নি। শুধু তাই নয় তাদের স্লোগান ছিল রাজীব গান্ধির উদ্দেশ্যে গলি গলি মে শোর হ্যায় রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়।

ইন্দিরা গান্ধিকে ডাইনি বলেছিল। রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলেছিল। আর সেইসব দুষ্কৃতীর দল দুজনে এক হয়ে স্বামী স্ত্রী হয়ে প্রেম করছে। এই স্বামী স্ত্রীদের কোনও দিন সন্তান হবে না এরা নিঃসন্তান হয়ে বরাবর থাকবে। ১৯ মের পর একজন জামাকাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে নাচবে। সূর্যবাবু ৪০,০০০ ভোটে হারবে। মমতা হতে গেলে জীবনকে উৎসর্গ করতে হয়। সূর্যবাবুদের এখন শনির দশা চলছে। মমতার অপমান করা মানে বাংলার মানুষকে অপমান করা। বাংলার মানুষ ছেড়ে কথা বলবে না। এরপর উলঙ্গ বলতে যাকে বোঝায় সেই অধীর চৌধুরীকে এক হাত নিলেন অভিষেক। রেলের প্রতিমন্ত্রী যখন ছিল রেল দপ্তরকে টুকরো টুকরো করেছে। তার মুখে বড় বড় কথা শোভা পায় না। ২৯৪টি গোলাপের ‘বুকে’ উপহার দেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদার। সঙ্গে ছিলেন যুব তৃণমূলের আহ্বাবাহক অমিতাভ দত্ত ও বিশ্বজিৎ দে।

ভোটের পাঁচালি

শ্রীরামপুরে তৃণমূলনেত্রী

রিম্পি ঘোষ: যদি উন্নয়ন মাপকাঠি হয়, একটা গভর্মেন্টের পারফর্ম্যান্স যদি মাপকাঠি হয় মাত্র চার বছরের মধ্যে আমরা যা করেছি, সারা পৃথিবীর মধ্যে কোনও সরকার এ কাজ করতে পারে না। অসাধ্য সাধন করেছি আমরা। উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী প্রবীর ঘোষাল, শ্রীরামপুরের প্রার্থী ডাঃ সুদীপ্ত

রায় ও চাঁপদানীর প্রার্থী মুজফফর খানের সমর্থনে গত ২৭ এপ্রিল শ্রীরামপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই জানান রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের উন্নয়নের উল্লেখ করার পাশাপাশি বিরোধীদের একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগের সুরে বলেন, সাড়ে চার পাঁচ বছরে এই সরকারের আয়ের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার কোটি টাকা। দিল্লি কেটে নিয়ে গেল প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা। হাতে রইল মাত্র ১৩ হাজার কোটি টাকা। এই সাড়ে চার পাঁচ বছরে শুধু মাইনে দিতে ও পেনশন দিতে প্রায় ৫২ হাজার কোটি টাকা খরচা হয়ে যায়। তাহলে গ্রামসভার টাকা আসবে কোত্থেকে? পঞ্চায়েতের টাকা আসবে কোত্থেকে? পুরসভার টাকা আসবে কোত্থেকে? হাসপাতালের টাকা আসবে কোত্থেকে? সিপিএম–এর ৩৫ বছরের দেনা আজও বাংলার মানুষকে শোধ করতে হচ্ছে এবং আগামীতেও শোধ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সিপিএমকে পাপীদের দল বলে উল্লেখ করেন। তৃণমূল আমলে কন্যাশ্রী প্রকল্প, সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের জন্য স্কলারশিপ, তপশিলি আদিবাসী মেয়েদের জন্য শিক্ষাশ্রী প্রকল্প, হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা, কৃষকদের জন্য পেনশন, দু টাকা কেজি দরে চাল দান, বিধবা ভাতা দান ইত্যাদি সরকারি প্রকল্পের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। শ্রীরামপুরের নির্মিত মাল্টি সুপার হাসপাতালকে মহকুমা হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে সেই অঙ্গীকারও করেন। এই জনসভায় উপরোক্ত তিন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ছাড়াও তৃণমূল নেতা দিলীপ যাদব, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলহাজ শেখ মেহবুব রহমান, কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের পুর–প্রধান প্রমুখ তৃণমূল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের ভোট নামচা

নিজস্ব সংবাদদাতা : উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা ১৭৮ নং নির্বাচন কেন্দ্রের ৮টি বুথে শাসক তৃণমূল ছাড়া আর কোনও দলের বা কারুরই অস্তিত্ব ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে বিগত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এবার বিধানসভার নির্বাচনে শাসক দল ছাড়া কেউই পোলিং এজেন্ট নিয়োগে সক্ষম হয় নি। উক্ত বিধানসভার মদাই নর্থ প্রাথমিক স্কুলে ১টি বুথ, হীরাপুর পশ্চিম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি বুথ (১৫২) দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর হাইস্কুলে ২টি বুথ (১৪৭,১৪৮) তেওরপাড়া ধূলাসিমলা স্কুলে ২টি বুথ, কাঁটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি বুথ এবং হীরাপুর হাইস্কুলে ১টি বুথ। ৮টি বুথে বিশেষ করে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী ফরোয়ার্ড ব্লকের মহম্মদ নাসিরুদ্দিনের কোনও এজেন্ট প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়নি। স্বভাবতই কেমন রিগিং হয়েছে অনুমান করতে পারে। জানা যায় ২৪ এপ্রিল পুলিশ ফরোয়ার্ড ব্লকের সক্রিয় কর্মী এবং নেতাদের যারা ঘর ছাড়া ছিলেন তাদের কাঁটাখালিতে পৌঁছে দেওয়া সত্ত্বেও তারা ভোট দিতে সক্ষম হয়নি। নির্বাচন কমিশনের সক্রিয় ভূমিকায় উক্ত ৮টি বুথের সংশ্লিষ্ট ভোটার রামচন্দ্রপুর, মদাই এবং দক্ষিণ হীরাপুরের অধিবাসীগণ

হতভম্ব। মদাই গ্রামে এক তৃণমূল সমর্থক জানায় যারা এতদিন ঘরছাড়া ছিল তারা সকলেই নির্বিঘ্নে ভোট দিতে তৎপর হয়েছে।

অপরপক্ষে ২৪ এপ্রিল রাত্রি ৮টার পর উত্তর হীরাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই যুবক ভোটারকে হেনস্থা করে তাদের মোবাইলে ফোন পুলিশ বন্ধ করে দিতে বলে। উক্ত বিদ্যালয়ের সন্নিকটে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর দেবাশিস চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ঘটনাটি ঘটে। কিছু যুবক পাশের গ্রাম কাঁজিয়ায়ালি (তেঁতুলতলার মাঠ)তে জমায়েত হয়েছে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই সংবাদ স্থানীয়ভাবে রটলে উত্তর হীরাপুরের উত্তরপাড়ায় এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

গোলকুঠি ময়দানে সোনিয়া গান্ধি

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের গোলকুঠি ময়দানে কংগ্রেস–বামফ্রন্ট জোট প্রার্থীদের সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গে পর্যবেক্ষক সিপি যোশী, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী, সিপিএমের যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী, বাসন্তী কেন্দ্রের আরএসপি প্রার্থী সুভাষ নস্কর, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অর্ণব রায় প্রমুখ। সোনিয়া বলেন মমতা–মোদি যুগলবন্দি হয়েছে। লোকসভা ভোটের সময় মোদি অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছিল আপনাদের। আর তখন বলেছিল ৬০ বছরে কংগ্রেস কিছুই করেনি। কংগ্রেস দেশের জন্য অনেক কিছুই করেছে। চিট ফান্ড কোম্পানি কিসের আশীর্বাদ। মোদি কেন তদন্ত করছে না। তিনি আরও বলেন নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে এই সরকারের আমলে। রাজ্য কোটি কোটি টাকার দেনায় ডুবে আছে। আর মমতা–মোদি বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে। বাংলায় রোজগার নেই শুধু ভাষণ দিচ্ছে। এক সময় বাংলা দেশের নির্ণায়ক ছিল। আজ বাংলা পিছিয়ে। বাংলায় কিছু হয়নি। তাই আপনাদের কাছে আবেদন কংগ্রেস –বামফ্রন্ট জোটের প্রার্থীদের জেতান। সিপিএমের জেলা সম্পাদক

তথা যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী বলেন জলে কুমির ডাঙায় বাঘের মতো সুন্দরবনের মানুষকে লড়াই করতে হচ্ছে। রাজ্যে টেট কেলেঙ্কারী, চটকল বন্ধ, পাহাড়ে চা কারখানা বন্ধ সততার প্রতীক না, এরা সারদা–নারদা–র প্রতীক। বাংলাকে বাঁচাতে হবে। কোন দল জিতবে এটা বড় কথা নয়, বাংলার মা, গরিব, যুবকদের বাঁচাতে হবে। উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া জেলায় ভোটে জালি করতে পারেনি। মা ও শিশুকে মেরেছে। তৃণমূলের আর কোনও চান্স নেই। এবার তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবেন, জোট সরকার গড়বে। লুঠের টাকা কোথায় আছে, জানি ১ বছর সময় নেবো, লুঠের টাকা ফেরৎ দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়া হবে। তাই নিজের ভোট নিজে দিন, লুঠের ভোট বন্ধ করে দিন। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন এ সরকার সন্ত্রাস, মাফিয়া, সিন্ডিকেট সরকার। আর দরকার নেই। হাত–হাতুড়ি, কাস্তে, সিংহ, কোদাল বেলচার জোট হয়েছে ওরা পারবে না, জোটের প্রার্থীদের জেতান।

জনরোষে দৌড়াবে অধীর–সূর্যরা : মুকুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্যামল মন্ডলের সমর্থনে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহসভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ মুকুল রায়, অভিনেতা তথা সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব), জেলা পরিষদের সহকারি সহসভাধিপতি তৃণমূলের শৈবাল লাহিড়ী, যুব তৃণমূলের সভাপতি পরেশরাম দাস প্রমুখ। মুকুল রায় বলেন টেলিভিশনের পর্দায় আপনাদের দেখছেন মঙ্গলকোটে মানস ভুঁইয়া ধুতির কাচা তুলে হাতে পায়ের চটি নিয়ে দৌড়াচ্ছে। আর তাকে তাড়া করছে হার্মাদরা। যেভাবে মানুষের মধ্যে জনরোষ হচ্ছে, তাতে আপনারা দেখবেন ১৯ মে পর মানস ভুঁইয়া আছে, তার সাথে দৌড়াচ্ছে সোমেন–অধীর–সূর্যবাবুরা।

মুকুল রায় আরও বলেন ক্যানিং এর মাটি খুব কঠিন মাটি। এখানে বিগত সময়গুলি খুন, সন্ত্রাস, অত্যাচার ছিল। বর্তমানে পরিবেশ অনেক বদল হয়েছে। ২০১১ সালে রাজ্য পরিবর্তন ঘটে। মা মাটি মানুষের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী শ্যামল মণ্ডলকে রাজ্যের মন্ত্রী করে ছিল। ফলে এখানে বহু উন্নয়ন হয়েছে। ক্যানিং এ এসে দেখে মনে হচ্ছে আমি ক্যানিং–এ আছি না মুম্বইয়ে ঢুকেছি। বাম জমানায় ৫৫ হাজার মানুষ খুন হয়েছিল, ৫৫ হাজার কল–কারখানা বন্ধ হয়েছিল। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর পাহাড় জ্বলছে না, মৃত্যু মিছিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি টাকা ঋণের বোঝা সত্ত্বেও দলনেত্রী ৫ বছরে উন্নয়নের জোয়ার এনেছে। ৫ বছরে রাজ্যবাসী দেখেছে খাদ্যসাথী প্রকল্পে গরিব মানুষ ২ টাকা দরে চাল–গম পাচ্ছে। মুকুল রায় আরও বলেন সোমেন, অধীর, সূর্যবাবুরা বলছেন এত অত্যাচার কখনও দেখিনি। বিগত বাম সরকারের আমলে প্রতি মাসে ১৪৫ জন করে খুন হত। বিগত ৩৪ বছরে গঙ্গার দুধারে জুট মিলগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বর্তমানে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক হয়েছে। জোর করে জমি নেওয়া হবে না। বাংলায় আবার ক্ষমতায় আসছে তৃণমূল। অভিনেতা তথা তৃণমূলের সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব) বলেন ৫ বছরে এই সরকার অনেক কাজ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটি প্রার্থীকে জেতান।

নির্বাচনের নামে দিল্লি তাণ্ডব, সন্ত্রাস, অত্যাচার চালাচ্ছে : মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচনের নামে দিল্লি বাংলার ওপর তাণ্ডব, অত্যাচার, সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এ জিনিস বাংলার মানুষ মেনে নেবে না। তাও বলি ঈশ্বর, আল্লা, ভগবান থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস ২৯৪ আসনে জয়লাভ করবে। বুধবার

মন্দিরবাজারের কানেয়ামাঠে দলের ২ প্রার্থী মন্দিরবাজারের জয়দেব হালদার ও জয়নগরের বিশ্বনাথ দাসের সমর্থনে ছিল এদিনের সভা। প্রায় চারটে নাগাদ তিনি সভায় আসেন। মাত্র ২০ মিনিট তিনি বক্তব্য রাখেন। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ক্ষোভ জানানোর পাশাপাশি কংগ্রেস ও বিজেপির দিল্লির নেতাদের কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ‘সবাই নিজের ভোট নিজে দেবেন। ভয় পাবেন না। কোনও ধমকানি, চমকানির কাছে পিছু হটবেন না। কারণ ওরা সারা বছর মাঠে থাকে না। আপনাদের শান্তিতে থাকতে হবে। ভালো–মন্দ তাই আপনাদের বুঝে নিতে বলব। এখন আবার ভোট পাখিরা উড়ে আসছে। সারা বছর এদের বাংলায় দেখা যায় না। বাংলায় খরা বা বন্যায় এদের পাওয়া যাবে না। ভোটের মুখে এসে হুড়ুম, হাড়ুম করে আবার চলে যাবে।’

জোটকে আবারও কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ‘বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস ভাব হয়েছে। কাস্তেহাত গুটিয়ে হবে কুপোকাত। এদের না আছে আক্কেল। না আছে মক্কেল। ভালো পরামর্শ দেওয়ারও লোক নেই এদের। সূর্যবাবু নিজে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে জিতে আসুন। তারপর বলবেন ২৯৪ আসনের মধ্যে ৩০০ আসন জিতবেন। অঙ্কটাই জানে না। কোঁকড়ানো আর ঝাপড়ালেবাবুরা ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু বাংলার মানুষ ৩৪ বছরের খুন, সন্ত্রাসের কথা কেউ ভুলবে না।’ রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের নামকরণ নিজে দিয়েছেন বলে উল্লেখ করে মমতা বলেন, ‘কেউ কেউ বলছে ২ টাকা কিলো চাল না কি তাদের প্রকল্প।

কিন্তু ওরা জানে না আমরাই সব শুরুকরেছি। আর আমি কবিতা, গান লিখি বলে সব নামকরণ আমার দেওয়া। খাদ্যসাথী, সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী সব আমার দেওয়া নামকরণ। এমনকি যে বিজ্ঞাপনী গানটি শুনছেন তাও আমার লেখা।’ এদিনের সভা থেকে রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরে মমতা দাবি করেন, ‘আমরা সাড়ে ৪ বছরের ক্ষমতায় এসে ৬৫ লক্ষ বেকারকে চাকরি দিয়েছি। ৬০ হাজার গ্রামীণ শিল্পীকে সাম্মানিক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়েকে সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল দেওয়া হবে। পড়ুয়াদের বিনা পয়সায় টেস্ট পেপার, জুতো, জামা দিয়েছি। আমরা ক্ষমতায় এলে আরও দেব।’

ভোট প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : হেভিওয়েট কেন্দ্র ভবানীপুর। এই কেন্দ্রে টক্কর চলছে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাম–কংগ্রেস জোটের প্রার্থী দীপা দাশমুন্সী ও বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রকুমার বোস–এর। শেষ মুহূর্তের প্রচারে চন্দ্রকুমার বোসের হয়ে রূপা গাঙ্গুলি। এদিন বিকেলে চোখে পড়ে তাঁরই সমর্থনে লকেট চ্যাটার্জিকে। বিজেপি এই কেন্দ্রকে পাখির চোখ করে এগিয়ে চলেছে। বিজেপির হয়ে প্রচারে এসেছে তাবড় তাবড় বিজেপির প্রথম সারির নেতা–নেত্রীরা। চোখে পড়েছে উমা ভারতী থেকে অমিত সাহ এবং বলিউড অভিনেতা তথা বিজেপি সাংসদ পরেশ রাওয়াল। চন্দ্রকুমার বোসের প্লাস পয়েন্ট হল দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, কারণ তিনি হলেন নেতাজির ভাতুষ্পুত্রর পুত্র ওরফে নাতি। নেতাজি ফাইল প্রকাশ আন্দোলনের প্রধান মুখ এই বিজেপি প্রার্থী। তাঁর প্রতিপক্ষদের হারিয়ে জেতায় আশাবাদী বিজেপির এই নেতা। চন্দ্র বোসের অনেক ইতিবাচক দিক থাকলেও রাজনীতিতে ঠিক সড়গড় হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। দলীয় সভায় হঠাৎ করেই বামপ্রার্থীদের জয়ী করার আবেদন করায় হতবাক হয়ে যান বিজেপি নেতারা। পরে অবশ্য দল জানায় এটা ‘স্লিপ অফ টাং’।

আমতলার জনসভায় মুকুল রায় ও দেব

কুনাল মালিক : ২৬ এপ্রিল আমতলার অগ্রগামী ফুটবল মাঠে বিষ্ণুপুর ও সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ মন্ডল ও সোনালী গুহর সমর্থনে সাংসদ মুকুল রায় ও অভিনেতা দেব জনসভায় অংশ নেন। মুকুল রায় তাঁর ভাষণের শুরুতে সোনালী গুহকে কাছে ডেকে নিয়ে মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা এবারও সোনালীকে জেতাবেন তো? দিলীপ মন্ডলকে ডেকে বলেন, দিলীপ দেখতে ছোটখাঁটো, কিন্তু কাজের লোক। দিলীপকে জেতাবেন তো? জনতা তারস্বরে চিৎকার করে সম্মতি জানায়। মুকুল রায়, সিপিএম ও কংগ্রেসের জোটকে কটাক্ষ করে বলেন, মানুষ এই অশুভ জোটকে উচিৎ শিক্ষা দেবে। মুকুল রায় বলেন, পঞ্চম দফার ভোটেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গঠন করে ফেলেছে।

এবার যা হবে সেটা প্লাস। অধীর চৌধুরী, মানস ভূঁইয়া, সূর্যবাবুরা

জানেন, তারা হেরে গেছেন, তবুও কর্মীদের অক্সিজেন জোগাতে বড়বড় কথা বলছেন।

১৯ মের পর এদের কাউকেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অভিনেতা দেব বলেন, বাংলার সর্বত্র রাস্তাঘাট, হাসপাতালের উন্নয়ন হয়েছে। সবুজসাথী, কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথী প্রকল্পে মানুষরা উপকৃত। তাই মমতাদির উন্নয়নের সঙ্গী হতে তৃণমূলকে ভোট দিন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৩০ এপ্রিল – ৬ মে, ২০১৬

যদি এমনটা হত

দক্ষিণ কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ ভূ–খন্ডে ভোট প্রচারের শেষ লগ্ন মনে করিয়ে দিচ্ছিল দেশের জন্য দশের জন্য ভোটবাবুদের এত আকুতি ভোটের পর যায় কোথায়? নির্বাচন কমিশন নামক এক 'দুষ্ট' অতিশয় ক্ষমতা পরায়ণ 'দস্যু'র তান্ডবে সব রঙের সব শিবির কেমন 'ভালো' ছাত্র হয়ে ওঠে রাতারাতি। টাকা পয়সার হিসাব–নিকাশ থেকে শুরু করে 'মডেল, কোড অব কন্ডাক্ট'এর জাঁতা কলে 'পেষাই' হয় ঔদ্ধত্য, অকথা–কুকথা বলার সহজ রেওয়াজ।

যদি এমন হত, রাজনৈতিক বিদ্বেষে বুথে বুথে হামলা চালানোর কূটকৌশলে ভোট চুরি ফন্দি ফিকির খোঁজা এবং ভোটের পর কোনও সংবাদমাধ্যমকে লিখতে হত না ভোট পরবর্তী হতাহতের খবর। যদি এমন হত ভোটের পরেও, রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা বাক সংযত হয়ে চলতেন সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে! প্রত্যেকদিন না হোক অন্তত ন'মাসে–ছ'মাসে যদি ভোটপ্রার্থী কিংবা জয়ী মানুষটি একবার তাঁর 'প্রাণপ্রিয়' ভোটারকে দর্শন দিতেন, অভাব অভিযোগ শুনতেন কিংবা অন্তত প্রতিকারের বাণী দিতেন তাহলে ভোটার দেহ মনে প্রকৃত 'আস্থা' ফিরে আসত। টিভির পর্দায় তাদের দর্শন মেলে মাসে মাসেই, পাড়ায় দাদাদের নানাভাবে 'ম্যানেজ' করতে পারলে তবেই সেদিনের ভোটে জেতা নেতাকে দর্শন পাওয়ার প্রতিশ্রুতি কিংবা ছাড়পত্র মেলে। ভাগ্যিস, জনগণের জলকলের ইত্যাদি হাজারো সমস্যা বছর বছর প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, তাই তো ভোটবাবুদের এত রমরমা, নইলে দেশটা সমস্যামুক্ত স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠলে কোটি কোটি টাকার এমন 'গণতান্ত্রিক উৎসব' মাঠে মারা যেত। সমন্বয়হীন নির্বাচন কমিশন স্রেফ ফার্স্ট বয়ের মর্যাদা পেয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক দলে নামা 'রত্ন' আর গরিব দেশে এমন নিয়মিত 'ভোট উৎসব'–এর উৎযাপন দেশকে 'ডিজিট্যাল' বানালেও 'ড্রিংকিং ওয়াটার ' এর জন্য মহান ভারতের কোটি কোটি সন্তান চাতক পাখির মতো হা–পিত্যেশ করে থাকে। প্রতি বছর কয়েকশত মহানাগরিক স্রেফ ঠান্ডা কিংবা গরমের কারণে পথে ঘাটে প্রাণ হারায়। তবু গণতন্ত্রের নির্বাচন উৎসব চলতেই থাকে, নতুন নতুন ইস্যু সংবাদ মাধ্যমের নেতাদের নানা বড় বড় চালিকাশক্তি বানায় এবং ছড়িয়ে দেয় 'ভয়' দেশবাসীর চর্চার জন্য। সংবাদপত্র জগতের অন্যতম নক্ষত্র বাংলার দাদাঠাকুর ওরফে শরৎ পণ্ডিত তীব্র শ্লোকে ভোট ভিক্ষুদের তীরবিদ্ধ করেছেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে বাংলার রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা দখলের নীতিজ্ঞান বিবর্জিত ধ্যানধারণা দেখলে কী ভাবতেন কী লিখতেন তা নিঃসন্দেহে দিকদিশারী হত। তবু রঙ্গে ভরা বঙ্গের এবারের নির্বাচন কেমন যেন সব দিক দিয়েই অনন্য। বাম–কংগ্রেস ঐক্য ও অনৈক্যের যুগলবন্দীর নানা আদর্শ তৃণমূলের কয়েকজনের ঘরশত্রুর 'মহানুভবতা'র নাটক রাজ্যবাসী, দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল।

ভোটের এত আয়োজন এত উৎসব দেখে এত দীর্ঘসূত্রিতা একটাই প্রশ্ন তোলে 'ডিজিটাল ভারত' কেন অনলাইন ও বায়োমেট্রিক হাতের চাপে নির্বাচন সংস্কারের কাজে হাত দিতে পারল না? আগামী দিনেও কি এই সদিচ্ছার ছবি জনপ্রতিনিধিরা করবে? উত্তর রইল ভবিষ্যতের হাতে।

অমৃত কথা

৬. আমাদিগকে বড়বড় কাজ করিতে হইবে, অদ্ভুত শক্তির বিকাশ দেখাইতে হইবে, অপর জাতিকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। দর্শন ধর্ম বা নীতিবিজ্ঞানই বলুন অথবা মধুরতা কোমলতা বা মানবজাতির প্রতি অকপট প্রীতিরূপ সদ্গুনরাজিই বলুন, আমাদের মাতৃভূমি এ–সব কিছুরই প্রসূতি। এখনও ভারতে এইগুলি বিদ্যমান আছে আর পৃথিবী সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এখন দৃঢ়ভাবে সাহসের সহিত বলিতে পারি, এখনও ভারত এই সকল বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আশ্চর্য ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দেখুন।

৭. আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না–সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি–

৮. আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিষ্যত আরও গৌরবান্বিত।

৯. আমাদের দেশের লোকের না আছে ভাব, না আছে সমাদর করিবার ক্ষমতা। পরন্তু সহস্র বৎসরের পরাধীনতার ফলে উৎকট পরশ্রীকাতরতা ও সন্দিগ্ধ প্রকৃতির বশে ইহারা যে–কোনও নূতন ভাবধারারই বিরোধী হইয়া উঠে।

১০. আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনই অশিক্ষিত, অথচ কে তাহাদের বিষয় চিন্তা করে? এইসকল বাবুর দল কিংবা তথাকথিত দেশহিতৈষীর দল কি?

১১. আমাদের বিশ্বাস–সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো; একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাত

কেবল এই–কোথাও সূর্যের উপর মেঘের আবরণ ঘন, কোথাও এই আবরণ একটু পাতলা; আমাদের বিশ্বাস–জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহা সকল ধর্মেরই ভিত্তিস্বরূপ; আর শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক স্তরে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের সার কথাটাই এই–এক আত্মাই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

১২. আমাদের মতো কূপমণ্ডু কত দুনিয়ায় নাই। কোনও একটা নূতন জিনিস কোনও দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? 'আমাদের মতো দুনিয়ায় কেউ নেই, 'আর্য' বংশ!!!' কোথায় বংশ তা জানি না!...এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান (ত্রিশ কোটি) কুকুরের মতো ঘোরে, আর তারা 'আর্যবংশ'!!!

১৩. আমার ধারণা, বেদান্ত –কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হইতে পারে, আর কোনও ধর্মই নয়।

১৪. আমার লক্ষ্য কেবল ভেতরের আত্মতত্ত্বের দিকে; সেইটি যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সবই ঠিক হয়ে যাবে–এই আমার মত।

১৫. আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া–আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি।

১৬. আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে কোনওরূপ কপটতা, কোনওরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনওরূপ দুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া যেন মরিতে না হয় যে, আমি নামের জন্য, এমন কি, পরের উপকার করিবার জন্য লোকোচুরি খেলিয়াছি। একবিন্দু দুর্নীতি, বদ মতলবের একবিন্দু দাগ পর্যন্ত যেন না থাকে।

নারদ নিউজের ঝটকায় দুই সরকারের নকাব বেমালুম খসে পড়ল

নির্মল গোস্বামী

প্রায় ১ মাস ১৫ দিন হল নারদ নিউজের স্টিং অপারেশনের ছবি দেশের সামনে এসেছে। যদিও স্টিং অপারেশন দেশে এই প্রথম নয়, কিন্তু অতীতে কেন্দ্রে বা রাজ্যে যত স্টিং অপারেশনের সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে এই নারদকে আলাদা করে দেখতেই হবে। কারণ অতীতের অন্য স্টিং নিয়ে এতো চিৎকার চেঁচামেচি বা চাপান উতোরের ঝড় ওঠেনি। অপরাধী ধরা পড়েছে। কর্তৃপক্ষ অপরাধীর সাজা দিয়েছে। কোথাও অপরাধী অপরাধ স্বীকার করে লজ্জায় মুখ ঢেকে পদ থেকে নীরবে সরে গিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের রাজ্যে এই নারদা কান্ডের অনেক ডাইমেনশন। বহু রূপে বিভিন্ন শিক্ষা নিয়ে আমাদের বুদ্ধির দরজায় আঘাত করেছে। আমাদের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। এটাই প্রথম স্টিং অপারেশন যার দৌলতে দেশবাসী একটা প্রবাদ বাক্যকে বাস্তবে রূপ দিতে দেখল। সেটা হল 'চোরের মায়ের বড় গলা'। আমরা সত্যিই লক্ষ্য করলাম কেমন ভাবে অভিযুক্তরা বড় গলা করে মিডিয়ার কাছে এবং ভোটের ময়দানে মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা বলে উচ্চরবে নিনাদ করতে লাগল। এমনকি লোকসভা, রাজ্যসভাতেও অবলীলায় মিথ্যা ভাষণ দিল উপরন্তু যাতে সত্য উদঘাটিত না হয় যাতে কোনও রকম তদন্ত না হয় সেই অভিমত ব্যক্ত করল দলীয় এমপিরা। এমন কি সত্যের পূজারী গান্ধিজির পদতলে ধর্না দিয়ে বোঝাতে চাইল তারা সৎ, স্টিং কান্ডে টাকা তারা নেয় নি। সবটাই ষড়যন্ত্র।

আর একটা সত্যকে মূর্ত করে তুলল স্টিং কান্ড। ''সত্য অমোঘ''। শত মিথ্যা দিয়েও তাকে ঢাকা যায় না। তৃণমূল নেতারা কতজনে কত রকম ব্যাখ্যা দিলেন। কেউ বলল ভিডিও ভেজাল। কেউ বলল সবটাই বিরোধীদের চক্রান্ত, কেউ বলল টাকা কোথা থেকে এলো তার খোঁজ আগে করা উচিত। পরিশেষে হাইকোর্টের মামলা এবং লোকসভায় তৎপরতা দেখে যখন নেত্রী ভাবলেন যে আর পালাবার পথ নেই, তখন স্বীকার করলেন। বললেন আগে জানলে আমি অভিযুক্তদের টিকিট দিতাম না। এবার অভিযুক্তরা গেলেন রেগে। তাদের ঘাড়েই সব কোপ?

> আমাদের রাজ্যে এই নারদা কান্ডের অনেক ডাইমেনশন। বহু রূপে বিভিন্ন শিক্ষা নিয়ে আমাদের বুদ্ধির দরজায় আঘাত করেছে। আমাদের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। এটাই প্রথম স্টিং অপারেশন যার দৌলতে দেশবাসী একটা প্রবাদ বাক্যকে বাস্তবে রূপ দিতে দেখল। সেটা হল 'চোরের মায়ের বড় গলা'। আমরা সত্যিই লক্ষ্য করলাম কেমন ভাবে অভিযুক্তরা বড় গলা করে মিডিয়ার কাছে এবং ভোটের ময়দানে মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা বলে উচ্চরবে নিনাদ করতে লাগল। এমনকি লোকসভা, রাজ্যসভাতেও অবলীলায় মিথ্যা ভাষণ দিল উপরন্তু যাতে সত্য উদঘাটিত না হয় যাতে কোনও রকম তদন্ত না হয় সেই অভিমত ব্যক্ত করল দলীয় এমপিরা।

তাই দলকে জড়াতে আসরে নেমে পড়লেন ম্যানেজ মাস্টার মুকুল রায়। তিনি জনসভায় দায়িত্ব নিয়ে বললেন যে আমরা কেউই একটাও টাকা ব্যক্তিগত ভাবে খরচ করিনি। মানেটা হল নিয়েছি কিন্তু খরচ করেছি দলের জন্য। সত্য স্বীকার না করলেও জনমানসে সত্য প্রকাশিত হল। দলনেত্রী যেমন জনগণকে আবার মিথ্যা বললেন, তিনি কি সত্যই জানতেন না? যদি না জেনে থাকেন তাহলে সত্য জানার চেষ্টা কেন করলেন না? তিনি তো সত্যটা জানতেই চান নি— মিথ্যা কুৎসা বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। আবার এখন কি করে জানলেন? কোথাও তো ভিডিও–র ফুটেজ অরিজিন্যাল কিনা তা পরীক্ষা হয় নি? পরীক্ষার ফলাফল জানার পর যদি এই কথা বলতেন তাহলে সাজত। আসলে আসল সত্যটা প্রথম থেকেই জানতেন। কিন্তু করার কিছু নেই। কারণ ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। অভিযুক্তদের তিনি বাদ দিতে যে পারেন না। অন্য কোনও বাধা আছে। তার প্রমাণ মদন মিত্রকে প্রার্থী করা।

আবার আইনসভা, হাইকোর্ট এবং জনগণ কেউ কিন্তু জানতে চায় নি অভিযুক্তরা টাকা কোথায় কিভাবে কার পিছনে খরচ করেছে। শুধু জানতে চায় ভিডিওতে মানুষ যা দেখছে তা সত্য কিনা? টাকা নিয়েছ না নাওনি? সত্যকে গোপন করার কত রকমের প্রয়াস জনগণ দেখছে। এই স্টিং কান্ড আর একটা সত্যকে সামনে আনল। তা হল পর্দায় মানুষ চোখের সামনে দেখছে তাদের কণ্ঠস্বর শুনছে তার পরেও যদি এরা অস্বীকার করে তাহলে সারদা কান্ডে লোকে দেখেনি সুদীপ্ত সেনের কাছ থেকে নেতারা টাকা নিচ্ছে সেটা অস্বীকার করবে এতো খুবই স্বাভাবিক। ফলে সারদা নিয়ে নেতাদের সাফাই আর টিকবে না।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে তা এই নারদা কান্ডে পরিস্কার হল। আমরা যে দৃশ্য দেখে আপ্লুত হয়েছিলাম। তা হল নরেন্দ্র মোদি লোকসভার চৌকাঠে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বলেছিলেন লোকতন্ত্রের মন্দির। আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। আর একটা কথায় আশান্বিত হয়েছিলাম তা হল ''ম্যায় নেহি খাউঙ্গা, কিসিকো খানে নেহি দুঙ্গা।'' লোকতন্ত্রের মন্দিরে পুরোহিত যারা তারা স্টিং কান্ডে ধরা পড়েছে। মোদি চুপ কেন? সরকারি ভাবে কোনও তদন্ত হচ্ছে না কেন? লোকসভায় এথিক কমিটি তদন্ত করছে সেটা স্পিকারের আওতায়। কিন্তু সরকারি ভাবে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। আবার রাজ্যসভায় অরুণ জেটলি বসে আছেন।

স্পিকার বলছেন সরকার না বললে তদন্ত করা যায়না রাজ্যসভায়। নির্বাচনী প্রচারের আগে মোদিজির মুখে রা ছিল না। কেন মোদিজি আপনার মন্দিরকে যারা অপবিত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন না কেন? কেন কেন্দ্রীয় সরকার এতো দিনে ফুটেজ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করে সত্য নির্ধারণ করল না। ভোটের বাজারে সেটা তো কাজে লাগত। আমরা দেখলাম কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যানকে রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখা গ্রেপ্তার করল। অথচ কেন্দ্রীয় কর্মচারি হল আইপিএস অফিসার। সেই আইপিএস অফিসার দলের হয়ে টাকা নিচ্ছে এ দৃশ্য দেখেও দেশের প্রধানমন্ত্রী চুপ করে আছেন একথা ভাবতেও লজ্জা হয়। অথচ আমাদের তা দেখতে হচ্ছে। মোদিজি স্বচ্ছ ভারত, স্বচ্ছ প্রশাসন সব ভাঁওতাবাজী। যার নিজের প্রশাসনিক স্কিলের এই নমুনা তিনি গড়বেন স্বচ্ছ ভারত এটা বিশ্বাস করতে হবে। যে নেত্রী মোদির কোমরে দড়ি পরাবার কথা বলছিলেন, যে নেত্রী অটলজির সময় স্টিং কান্ডে আগেভাগে সোচ্চার হয়ে জোট ছেড়ে চলে এসেছিলেন সেই নেত্রীর দলের এতো বড় টাটকা দুর্নীতি হাতে পেয়েও যারা হাত গুটিয়ে বসে থাকে, সারদা তদন্তে তাহলে তলে তলে কি হয়েছে তা আমাদের কাছে সহজেই অনুমেয়। কি কারণে আজ মোদি মমতা জোট জলের মতো পরিস্কার জনমানসে। নির্বাচনে বড় বড় দুর্নীতির কথা বলে আসলে নিজের মান বাঁচাতে চাইছেন মোদিজি।

আইনি পদক্ষেপ না নিয়ে মাইক বিপ্লবের আসল উদ্দেশ্য হল মমতার ক্ষতি করে মোদিজির কোনও লাভ নেই। কারণ মমতা'র ফাঁকা জায়গায় রাজ্য বিজেপি আসতে পারবে না। সেটা স্থান পূর্ণ করবে কংগ্রেস, সিপিএম জোট। আর এই দুটো দলই বিজেপির চরম শত্রু। পক্ষান্তরে মমতা এককালে জোটে ছিল আবার ভবিষ্যতে ভক্তি না হোক ভয়েও বিজেপিকে সমর্থন করতে পারে এবং এটা রাজ্যসভায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ইস্যুতে। তাই মোদির কাছে ন্যায়নীতি গণতন্ত্র অবাধ ভোট এই সবের কোনও মূল্য নেই। শুধু তার সরকার রক্ষা করার স্বার্থ। বাকি অন্য কোনও জনস্বার্থের কোনও মূল্য নেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে। নারদ স্টিং অপারেশন না হলে এতো পরিষ্কার করে সব কিছু বোঝা যেতো না।

আবার জনগণকে বোকা বানানোর জন্য তৃণমূলের ওয়েবসাইটে ফ্রড ছবি। যেখানে ফটোশপে মোদির গলা কেটে প্রকাশ কারাটের মাথা বসানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ল। প্রধানমন্ত্রীর ফটো জালিয়াতি করে ভোটের সময় জনগণকে প্রভাবিত করতে চাইছে এতো বড় অপরাধ করেছে রাজ্যসভার সদস্য যিনি দুদিন আগে নারদের ছবি ফ্রড বলে রাজ্যসভা মাতিয়ে ছিলেন। সেই তিনি সাইবার অপরাধে এবং স্বাধীকার ভঙ্গের অপরাধে এখনও গ্রেপ্তার হন না। মোদির সরকার দিদির সরকার চুপ। এরপরেও গট–আপের কথা জনগণের না বিশ্বাস করে উপায় থাকবে কি?

প্রয়াত হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়। গত সোমবার কলকাতার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। নিজের সাংবাদিকতা জীবনে নানা বিষয়ের ওপর লেখালেখি করেছেন জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি হিমাংশুবাবু। বিশেষ করে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় তিনি নিজের দক্ষতা মেলে ধরেছিলেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ে চিকিৎসকদের ইন্টারভিউ ভিত্তিক অনুষ্ঠানটি দূরদর্শনে বেশ সমাদর পেয়েছিল। ক্রীড়া জগত নিয়েও তার কিছু লেখা রয়েছে। সুচিত্রা সেন এবং ভূপেন হাজারিকাকে নিয়ে তাঁর দুটি গ্রন্থ সাড়া ফেলেছিল পাঠক মহলে। চলচ্চিত্র বিষয়ক ম্যাগাজিন প্রসাদের কার্যনিবাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘদিন। দৈনিক ভোরের বার্তা পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন হিমাংশুবাবু। বঙ্গলোক এবং ওভারল্যান্ড পত্রিকার কালচারাল এডিটর হিসাবেও কাজ করেছেন। তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, যাদের মধ্যে রাজনীতিবিদ থেকে অভিনেতা, ক্রীড়াবিদ প্রভৃতি নানা শ্রেণির মানুষ রয়েছেন। মৃত্যুকালে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। প্রয়াত হিমাংশুবাবুর স্ত্রী, কন্যা এবং জামাতা বর্তমান। আলিপুর বার্তা পত্রিকার সঙ্গেও কিছুদিন যুক্ত ছিলেন তিনি। পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হচ্ছে। তাঁর পরিবারকে আমাদের গভীর সমবেদনা।

আশঙ্কায় বিশ্বজিত ও তার পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমাজে ভাল কাজ করতে গেলে প্রতিবন্ধকতা আসে, এটা জানা বিষয়। কিন্তু যে ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিশ্বজিৎ কুন্ডুকে তা যেমন ব্যতিক্রম, তেমনই ভয়াবহ। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া থানাধীন মছলন্দপুরের সাহাপাড়ার বাসিন্দা বিশ্বজিত একজন ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসায়ী। উপার্জিত অর্থে পরিবার প্রতিপালনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড করেন। একইসঙ্গে স্থানীয় বলাকা ক্লাব সংগঠন পরিচালনা করেন। প্রায় বছর ছত্রিশের এই যুবকের এলাকায় জনপ্রিয়তা এতটাই যে ডাক দিলে স্থানীয় প্রায় সাত–আট'শ যুবক–যুবতী জড়ো হয়ে যায়।

এলাকায় কেউ মারা গেলে তাদের বাড়ির লোককে বিনামূল্যে শবদাহের ঘাট ও ঘাট খরচ বাবদ এক হাজার টাকা প্রদান করে থাকেন। সম্প্রতি কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাইকেল প্রদান করেছেন। এলাকায় প্রচুর বৃক্ষরোপণ করেছেন। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরসহ স্বাস্থ্য শিবির করেন। ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট করেছেন, যা এই জেলার রেকর্ড। আগের শীতে এক বিশাল নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১২০০ দুঃস্থকে তিনি কম্বল প্রদান করেন। মন্দির, মসজিদ, লাইব্রেরি ইত্যাদির সংস্কার ও উন্নতিকল্পে আর্থিক সহায়তা করতেও কার্পণ্য করেন না, সাহায্যের জন্য কেউ তার দ্বারস্থ হলে, তিনি কাউকে বিমুখ করেছেন এমন উদাহরণ নেই, বলে তাঁর প্রতিবেশীদের মন্তব্য। জনস্বার্থে একটি অ্যাম্বুলেন্সও বুক করেন ২০১৩ সালের শেষদিকে।কিন্তু ২০১৪ সালের গোড়ায় দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হওয়ায় সেটা এখনও বের করা হয়নি, বলে জানা গিয়েছে।

এহেন সমাজসেবী বিশ্বজিত ও তার পরিবার সাম্প্রতিক অতীতে সংবাদের শিরোনামে আসা বামনগাছির সৌরভ–কান্ডের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তির অপেক্ষায় আছেন। কারণ এলাকার একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা বিশ্বজিতের এই জনসংযোগকে সুনজরে দেখছে না। তারা বিভিন্নভাবে তাঁকে হয়রানি করা সহ প্রাণে মারার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে বলে বিশ্বজিতের মন্তব্য। কখনও তাঁর বিরুদ্ধে তক্ষক পাচারের অভিযোগ, বেকারির টাকা ছিনতাই, গরুর টাকা ছিনতাই ইত্যাদির অভিযোগ তুলে তাকে হেনস্থা করছে।

এমনকি ২০১৪ সালের গোড়ায় যেদিন নরনারায়ণ সেবা ও কম্বল বিতরণেণ অনুষ্ঠান চলছিল, সেই সময় তাকে বোমা মেরে ও গুলি করে খুন করার চেষ্টা করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। কপাল জোরে বিশ্বজিত প্রাণে বেঁচে যান। তার উপর এই হামলার খবর পেয়ে প্রায় হাজার তিনেক যুবক–যুবতী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। যা সামাল দিতে পুলিশকে র‍্যাফ নামাতে হয়েছিল বলে খবর। এই ঘটনায় হাবড়া থানার পুলিশ কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৃত্যুঞ্জয় সাহা ওরফে ব্যাঁকা মৃত্যুন, হাতকাটা শ্যামল, সুপারি কিলার সুজন। তবে এই ঘটনার যে মূল পান্ডা, যে একসময় মছলন্দপুর প্রায় ১৫–২০টা খুন করেছিল সে এখনও এলাকায় প্রকাশ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর এটাই বিশ্বজিত ও তার পরিবারের আতঙ্কের কারণ বলে তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিশ্বজিৎ যে ক্লাব সংগঠনটি পরিচালনা করেন সেই ক্লাবে প্রতিবছর একটা বড় পুজো হয়। গরুর টাকা থেকে এই পুজোর চাঁদা তোলা হয় বলে এই দুষ্কৃতীদের দাবি। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিক্রিয়ায় জানান, বিশ্বজিত নিয়মিত গো–মাতার পুজো করেন। সম্প্রতি তিনি তার বাড়িতে গো–মাতার পুজো করে স্থানীয় ২১ জন ব্রাহ্মণকে গরু দান করেছেন। মহাদেবের নামে ১১টি ষাঁড়কে উৎসর্গ করে এলাকায় ছেড়ে দিয়েছেন। এমনকি প্রতিদিন গীতাপাঠ না করে যিনি জলস্পর্শ

করেন না, সেই ব্যক্তির নামে এধরনের মন্তব্য ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক। বাসিন্দাদের আরও মন্তব্য, আসলে এখানে একটা 'ভিলেজ পলিটিক্স' কাজ করছে। বিশ্বজিতের জনপ্রিয়তায় একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী রীতিমত ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছে। যার ফলশ্রুতিতে তার উপর বিভিন্ন আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশ্বজিতের বক্তব্য, 'আমি যদি এইসব অভিযোগে অভিযুক্ত হই, তাহলে যে কোনও শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। অন্যথায় যে বা যারা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে বা আমাকে খুনের যে চক্রান্ত করছে তার যথাযথ তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমার স্বাভাবিক বাঁচার পথ প্রশস্ত করা হোক। এইসঙ্গে তিনি প্রতিবেদককে জানান, এই মর্মে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রশাসন সহ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবেন। প্রসঙ্গত এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে, হাবড়া থানা সহ পুলিশের পক্ষ থেকে বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে বিশ্বজিত সহ তাঁর গোটা পরিবার রীতিমত নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন। তার সবটাই বামনগাছির সৌরভ–হত্যার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তির আতঙ্ক অনুভব করছেন।

পাঠকের কলমে

খন্ডিত ভারতে জনগণমন

রবীন্দ্রনাথ যখন 'জনগণমন' গানটি লিখেছিলেন তখন ভারত খন্ডিত ছিল না। অবিভক্ত ভারতের জন্য গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু খন্ডিত ভারতের পক্ষে কি উপযুক্ত? কারণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুর স্তুতি আছে। পাঞ্জাবের অর্দ্ধেক নেই, সিন্ধু আদৌ নেই। আবার যে বঙ্গের উল্লেখ আছে সে বাংলা কোথায়? বাংলার শতকরা ৭৫ ভাগই নেই। তবে ওই সব হাতছাড়া দেশের স্তুতি কি জাতীয় সঙ্গীতে মর্যাদা পেতে পারে?

হীরালাল মালাকার, বৈষ্ণবঘাটা

পাঁচপোতা পুল বিপজ্জনক

সোনারপুর থানার গড়িয়া স্টেশনের অদূরে ঢালুয়া–পাঁচপোতা ঢালাই পুল বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এই পুলটি প্রায় ১৬ ফুট চওড়া ২৫ ফুট লম্বা, ১৪ ফুট উঁচু। এই পুলের দক্ষিণাংশে রয়েছে ফাটল। ফাটলের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে। যে কোনও সময় পুলটি টালিনালায় ভেঙে পড়তে পারে। এই পুলটি দিয়ে সারাদিন অজস্র গাড়ি চলে। এই পুলটি চলে গিয়েছে নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দিকে। পুলিশ পাড়া, ষাট ফুট, পাম্প হাউস ইত্যাদি এলাকায় অসংখ্য মানুষকে অটো করে যাতায়াত করতে হয়। এলাকাটা বর্ধিষ্ণু। সিন্ডিকেট ব্যবসার রমরমা কারবার। ভারি ভারি লরি সিন্ডিকেটের মাল নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। তাছাড়া অসংখ্য মাটির লরি চলে। বিপজ্জনক পুলটির দিকে নজর না দিলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটবে। স্থানীয় এলাকার মানুষরা পুলটি সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও নির্বিকার।

বাসন্তী দত্ত, গড়িয়া

মহানিষ্ক্রমণ প্রসঙ্গে

গত ৫০/২৫ সংখ্যার আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত নেতাজির মহানিষ্ক্রমণের খবর প্রসঙ্গে একটি কথা যোগ করতে এই চিঠির অবতারণা। আমার পিতা স্বর্গত কান্তিভূষণ সরকার ছিলেন এক ব্যতিক্রমী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিক্রমপুরের কুকুটিয়া গ্রামে বাস করতেন। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার অপরাধে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তিনি তখন গুটি বসন্তে আক্রান্ত ছিলেন। সারা গায়ে ছিল বসন্তের গুটি। এ অবস্থায় পুলিশ কথা বের করার জন্য নির্মমভাবে পেটায়। আমার বিধবা ঠাকুমা অন্তপুরবাসিনীর পর্দা ভেদ করে থানায় গিয়ে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মানবাধিকারের যুক্তি দেখিয়ে বলেন, অসুস্থকে সুস্থ না করে কোন আইনে অমানুষিক প্রহার করা হয়? এ কথায় বাধ্য হয়ে বাবাকে পুলিশ ছাড়লেও গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এই গৃহবন্দি দশা থেকে কায়দা করে আমার বাবা পালিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। রায় বাহাদুর ভি এন মুখার্জির প্রচেষ্টায় গ্রেপ্তারের খাঁড়া থাকা সত্ত্বেও কায়দা করে আবগারি বিভাগে দিয়ে দেন। পুলিশে থাকাকালীন অত্যন্ত গোপনে পুলিশের মধ্যেই এক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একত্রিত করে একটি টিম গঠনও করে ফেলেছিলেন। বাবার মুখে শোনা ঘটনায় শুনেছি নেতাজিকে বাইরে পাঠানোর জন্য একটা গোপন ষড়যন্ত্র এই পুলিশ দলের মধ্যে ছিল। এদের সমর্থনে নেতাজি পালাতে পেরেছিলেন। প্রচলিত গপ্পো ছিল ধাপ্পা। নেতাজি রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন।

দুর্গাদাস সরকার, টালিগঞ্জ

জলবিবাদে খুন বৃদ্ধ

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলা ভুগছে লোডশেডিং ও তীব্র জলকষ্টে। রাজগ্রাম, মুরারই, বিশালপুর, নবসন, তিলেডাঙ্গাল, মহম্মদবাজার, খয়রাশোল, রাজনগর, হেতমপুর, ইলামবাজারের বিস্তীর্ণ গ্রামগঞ্জ ভুগছে তীব্র জল কষ্টে। পাল্লা দিয়ে প্রচণ্ড গরম বীরভূমে। ২২ এপ্রিল লম্বোদরপুর গ্রামে মৃত্যু হল রঞ্জিত সাধু নামে এক বৃদ্ধের প্রচন্ড গরমে। বীরভূমে সকাল ৯টার পর তীব্র গরম ও লু–র জন্য রাস্তাঘাটে দেখা মিলছে না জনপ্রাণীর। জল নিয়ে বিবাদ অব্যাহত বীরভূমে। ১৮ এপ্রিল কামাখ্যা গ্রামে প্রতিবেশীদের হাতে খুন হয় জয়দেব চৌধুরী। মৃতের পরিবার শীতল, রিন্টু প্রামাণিকসহ ৩ জনের নামে রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭ দিন আগে জল নিয়ে দুই পরিবারের ঝামেলা হয়। তার জন্য এই খুন বলে দাবি, মৃতের পরিবারের।

মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ এপ্রিল সকালে ধামসা গ্রামের পলাশ গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হল দেওর ও বৌদির মৃতদেহ। মৃতদের নাম মানস (২৪) ও প্রিয়াঙ্কা (২২) মন্ডল। বাড়ি সিউড়িতে। দেওর–বৌদির অবৈধ সম্পর্ক মেনে নেয়নি পরিবার। তাই এই ঘটনা বলে জানা গিয়েছে। ২০ এপ্রিল বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ নাগরা ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে ৩০ বছরের দুই অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতদের দেখতে উৎসুক জনতার ভিড়ে প্রচণ্ড যানজট সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। মোটর সাইকেলের রাখা কাগজে দেখা গিয়েছে, মৃতরা কলমিস্ত্রির কাজ করে এবং এদের বাড়ি মাড়গ্রাম থানা এলাকায়।

ভস্মীভূত একাধিক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ এপ্রিল দুবরাজপুর থানার একধরপুর গ্রামে আগুনে ভস্মীভূত ৫টি খড়ের বাড়ি। কপিষটা গ্রামে ১০টি বাড়ি। ১২ এপ্রিল তাম্বুলি গ্রামে আগুনে ভস্মীভূত ৫টি বাড়ি। গুড়িশা গ্রামে ভস্মীভূত চারটি খড়ের বাড়ি। বাইপাড়া গ্রামে ভস্মীভূত দুড়ি খড়ের বাড়ি। ১৪ এপ্রিল আগুনে ভস্মীভূত দুটি বাড়ি বনকাঠি গ্রামে। ১১ থেকে ১৪ এপ্রিল বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে আগুনে ভস্মীভূত ৫৩টি খড়ের বাড়ি। অসহায় হয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে পরিবারগুলি। প্রশাসনের তরফ থেকে সাহায্য করা হয় কাপিষ্ঠা গ্রামের পরিবারগুলিকে।

প্রতিবন্ধী নাবালিকাকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চন্দনপুর ও সিউড়ি (বীরভূম) : ২৩ অক্টোবর থেকে ২০১৫ থেকে ২১ এপ্রিল ২০১৬। মাঝে কেটে গিয়েছে প্রায় ছয় মাস। মাত্র ছয় মাসে বিচার হল এক মানসিক প্রতিবন্ধী নাবালিকা ধষর্ণের। ২৩ অক্টোবর ২০১৫ প্রতিমা দেখে বাড়ি ফেরার পথে ঝোপে গিয়ে মূক ও বধির মানসিক প্রতিবন্ধী নয় বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে চন্দনপুর গ্রামের শ্যাম বর্মন। ২১ এপ্রিল ২০১৬ সিউড়ি আদালতের বিচারক মহানন্দ দাস অভিযুক্ত ৪৫ বছরের শ্যাম বর্মনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড, দশহাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে একবছরের সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। একমাসের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত নাবালিকাকে পাঁচলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার নির্দেশ দিয়েছেন মহামান্য বিচারক।

ভোট বয়কট বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পানীয় জল সহ বিভিন্ন দাবিতে ভোট না দিয়ে ভোট বয়কট করল বীরভূমের কয়েক হাজার ভোটার। বর্ষার সময় তিন মাস গৃহবন্দি থাকে বীরভূমের তিনটি আদিবাসী গ্রাম কুড়ালমেটিয়া, গোয়াবাগান, পটলপুর। স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, রাস্তাঘাট সংস্কার, সিদ্ধেশ্বরী নদীর উপর সেতু নির্মাণ সহ একাধিক দাবিতে ২০১৬ বিধানসভায় ভোট না দিয়ে ভোট বয়কট করলো কুড়ালমেটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৪৫ জন ভোটার। বহুদিন আগে থেকেই তারা পোস্টার দিয়ে ভোট বয়কটের দাবি জানিয়ে আসছিলো। প্রচণ্ড গরমে ঘটে ঘন ঘন লোডশেডিং। বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বসানোর দাবিতে ভোট না দিয়ে ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোট বয়কট করলো বেনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটাররা।

জোটের সভা হুগলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস চন্ডাল পাড়া মাঠে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আব্দুল মান্নান এর সমর্থনে এক বিরাট জনসভায় বুধবার সন্ধ্যায় মহম্মদ সেলিম দুরন্ত বক্তব্য রাখেন। রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা করেন তিনি। এদিন উপস্থিত ছিলেন জোটপ্রার্থী আব্দুল মান্নান, কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, বাম নেতা শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, চাঁপদানী পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী, প্রাক্তন পুরপ্রধান ভগবান দত্ত তেওয়ারি প্রমুখ।

বিজেপির জনসভায় লকেট–দিলীপ ঘোষ

বিশ্বজিৎ পাল

রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১২৮ বাসন্তী (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রের সুন্দরবন মাঠে বাসন্তী কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পঙ্কজ রায় এবং গোসাবা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কুমার নায়েক–এর সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভার আয়োজন হয়। এদিনের নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জী, বাসন্তী ও গোসাবা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রমুখ।এদিনের জনসভায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি পেছন থেকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে, দৌড়াতে আরম্ভ করেছে আমাদের ভয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে যেন তৃণমূল পার্টি পানা পুকুরের মধ্যে দুর্নীতির পাকে মুখ থুবড়ে পড়ে এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। আরও একটি জোট আছে। কীসের জোট, কেন জোট, কাদের জন্য জোট, অধীরবাবু এক রকম বলছেন, বিমানবাবু, সূর্যবাবু, মানসবাবু, যে যার মতন যুক্তি দিচ্ছেন। লোক কিন্তু বিশ্বাস করছে না। কারণ এই দুটি পার্টির যে ইতিহাস আছে এরা আমাদের অনেক ধোকা দিয়েছে, বোকা বানিয়েছে। এই কংগ্রেস স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাকে শাসন করেছে। আর যে বাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষা, শিল্প–সংস্কৃতিতে প্রশাসনে সব জায়গায় এক নম্বরে ছিল তাদের ধাক্কা মারতে মারতে পিছন দিকে নিয়ে এল। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা যখন দাঁড়ালাম। সিপিএম আমাদের ঘাড়ে চাপলো। তারা ৩৪ বছর ধরে শাসন–শোষণ করে শ্মশান বানিয়ে ফেলল। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ আরও বলেন এই কমরেড আর এই কমিউনিস্ট এরা এই দেশটাকে ভাগ করেছে। এখানে যারা এসেছেন এর মধ্যে অনেকে পূর্ববঙ্গের মানুষ আছে। যার বাপ–ঠাকুরদাদা ওপার বাংলা থেকে চলে এসেছিলেন রিফিউজি হয়ে। কেন আসতে হয়েছিল, কে তার জন্য দায়ী আমাদের রিফিউজি বানানোর জন্য। এই কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট দায়ী। এই সিপিএমের লোকেরা প্রথম থেকে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। এই জ্যোতিবাবু আর সেইসময় সুরাবর্দি মিলে শহিদ মিনারে সভা করলেন লাল ঝান্ডা–সবুজ ঝান্ডা মিলে। সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন সেই সিপিএমের চামচারা স্লোগান দিচ্ছিলেন পাকিস্তান মানতে হবে তবে ভারত শাসন হবে। যারা এখানে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলবে, তাদের জামার কলার ধরে জেলে ভরে দেবো।

যারা লাল ঝান্ডা ধরেছে তারা চাকরি পেয়েছে। কংগ্রেসে ভোট দেওয়ার জন্য হার্মাদরা হাত কেটে দিয়েছে। মায়ের সামনে ছেলেকে খুন করেছে। আসলে সিপিএম কংগ্রেসের এই জোট চালাকি, ভন্ডামি। সিপিএম যাওয়ার পর এ রাজ্যে ৫ কোটি বিপিএল রেখে গিয়েছে। বিজেপি যুবকদের পার্টি। সিপিএম–কংগ্রেসের দেখুন সব সাদা চুল। ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী তথা অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন নারী পাচারে এক নম্বর এ রাজ্য। ধর্ষণে এক নম্বরে রয়েছে। লাখ লাখ টাকা ক্যামেরার সামনে নিচ্ছে এরা। লজ্জা নেই কিছু। কেউ বাড়িতে বসে চেয়ারে দুলতে দুলতে, কেউ চায়ের কাপ নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেন তারা নেতা মন্ত্রী। তাদেরকে আমরা আপনারা সবাই ভোট দিয়ে বসিয়েছিলাম। নেতা–মন্ত্রী আমরা সাধারণ মানুষরা তৈরি করেছিলাম। আজকে আপনাদের জন্য কিছু না করে তারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ঘরে ঢুকিয়েছে। নিজেদের বাড়ি, গাড়ি আর বিদেশে টাকা পাচার করে দিচ্ছে। আর আপনারা যা ছিলেন তাই আছেন। কোনও উন্নয়ন হয়নি। নেতা–মন্ত্রীদের বললে বলে জাল ভিডিও। কেউ বলছে জাল, কেউ বলছে এই তদন্ত আমরা নিজেরা করবো। চোরেরা চোরেদের তদন্ত করবে, কী অবস্থা। মানুষ তদন্ত দেখতে চায়। সাধারণ মানুষ বড় বড় পর্দায় তদন্ত দেখতে চায়। কোথা থেকে কেন টাকা নিয়েছিল। কিসের জন্য টাকা সব মানুষ দেখতে চায়। আমরা সবাই দেখতে চাই। কারণ মানুষের ভোটে নেতা, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী তৈরি হয়। সেইজন্য মানুষের টাকা যদি তারা নেয়, ঘুষ নেয় মানুষ তাদের চোখের সামনে তদন্ত দেখতে চায়।

নামখানাতে সিপিএম–এর জনসভা

অমিত মন্ডল : শনিবার নামখানার সাতমাইল বাজারে সিপিএম প্রার্থী অসীম মন্ডলের সমর্থনে একটি জনসভাতে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম–এর সর্বভারতীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এবং প্রদেশ কংগ্রেসের ওমপ্রকাশ মিশ্র। বিকাল চারটে নাগাদ জনসভা শুরু হয় সাতমাইলের একটি

মাঠে। সভাতে প্রায় আট হাজার কর্মী সমর্থক জমায়েত হয়েছিল। জনসভাতে সভাপতিত্ব করেন নামখানার সিপিএম–এর প্রবীন নেতা প্রভাত মন্ডল।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে অসীম মন্ডল জানিয়েছেন— আমরা সুন্দরবনের নদীবেষ্টিত এলাকায় বসবাস করি। এখানে নদীবাঁধগুলির যে বেহাল দশা, তা দেখলে গা শিউরে ওঠে। নামখানার মৌসুমী দ্বীপ, চেমাগুড়ির মতো বিভিন্ন দ্বীপে প্রতিবছরই কোটালের ঢেউতে নদীবাঁধগুলি ভেঙে যায়। সেগুলি মেরামতি না করে প্লাবিত মানুষদের লাগানোর মূল্য দেওয়া হচ্ছে কলাচারা, ওলচারা, বাঁশচারা, নোনা মূল ঢুকে মানুষের ঠিকঠাকভাবে বসবাস করার মতো জায়গা পাচ্ছে না তারা ওই সমস্ত জিনিস নিয়ে কী করবে?

প্রদেশ কংগ্রেসের ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন— আজ কংগ্রেসের কাঁধে ভর করে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসে যেভাবে রাজ্যে অরাজনৈতিকতার বাতাবরণ তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো ভাষা নেই। মা–মাটি মানুষের সরকার বদল চেয়েছিল বদল হয়েছেও। আজ কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে মারা যাচ্ছে। রাজ্যে শিক্ষিত বেকাররা কাজ না পেয়ে রাজ্য ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছে কাজের জন্য। এগুলোই তো বদল।

অবশেষে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় সিপিএম সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। তিনি বলেন বাংলায় আবার নতুন এক বদল হবে। তৃণমূলের বিভিন্ন দুর্নীতি, কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে গড়ে উঠবে নতুন বাংলা। ম্যাচ ফিক্সিং–এর মতো সারদা, নারদা, উড়ালপুর–এর মতো বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে এই অরাজকতার সরকার।

এছাড়াও সাতমাইলে সিপিএম–এর এই জনসভাতে উপস্থিত ছিলেন সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের ষোড়শ নির্বাচনের সিপিএম প্রার্থী অসীম মণ্ডল, প্রবীন নেতা প্রভাত মণ্ডল, কংগ্রেসের সুবলসখা জানা, রাম দাস সহ বহু নেতা কর্মীরা।

অবশেষে ওমপ্রকাশ মিশ্র, সীতারাম ইয়েচুরি ও অসীম মন্ডল, তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে লড়াই করা ফ্রেজারগঞ্জের হরি সিং–এর পরিবারের হাতে সিপিএম–এর পতাকা তুলে দেন।

এক মঞ্চে থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ আব্দুল মান্নান, অধীর চৌধুরীর

মলয় সুর

রবিবার হুগলির চাঁপদানিতে জোটপ্রার্থী আব্দুল মান্নানের সমর্থনে প্রচারে এসে প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অন্যদিকে সমালোচনায় বিদ্ধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দুজনে হাতে হাত ধরে জেতার শপথ নিলেন। যা দেখে উৎসাহিত হলেন বাম ও কংগ্রেস কর্মীরা। সারদা নিয়ে তৃণমূল জর্জরিত। ব্যাপক এই আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। যিনি বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান। যার জেরে অস্বস্তিতে পড়তে হয় শাসক দলকে। এবার তিনিই প্রার্থী হয়েছেন চাঁপদানি কেন্দ্রে। গত ২৪ এপ্রিল শনিবার তৃণমূল প্রার্থী জনাব মুজফফর খান এর প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সিংহভাগ জুড়ে ছিল মান্নানের বিরুদ্ধে তোপ। অধীরবাবু বলেন, মান্নানের জন্যই তৃণমূলের মুখোশ খসে পড়েছে। তাই মান্নান ভাই প্রমাণ

করে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী সততা বিক্রি করে মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেছেন। মান্নানদা না থাকলে সারদা কেলেঙ্কারি উদঘাটিত হত না। উনি মান্নান ভাইকে গালাগালি দিচ্ছেন মানে, এটা পরিষ্কার, উনি হেরে গিয়েছেন। জোর গলায় বলেন এবার বাংলায় জোট সরকার ক্ষমতায় আসবে। তারপরেই বলেন 'মন্ত্রী আপনি হবেন, প্রসঙ্গত, ১৯ মে ভোটের ফলাফলে ঘাসফুল সব শুকিয়ে যাবে। এদিন সভার আগে শ্রীরামপুর নওগাঁর মোড় থেকে জিটি রোড ধরে চাঁপদানি পর্যন্ত মান্নানের সমর্থনে কয়েক হাজার মানুষ মিছিলে পা মেলান। উপস্থিত ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য নেতা নরেন চট্টোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র, চাঁপদানি পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান ভগবান দত্ত তেওয়ারি, প্রাক্তন উপপ্রধান প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী, সাকিন আহমেদ খান প্রমুখ। মিটিং পরিচালনা করেন চাঁপদানি জোনাল কমিটির সম্পাদক ধ্রুব দাস সুর ও অচিন্ত্য সুর।

মানিকের বিস্ফোরক মন্তব্যে খুলে গেল জোটের মুখোশ

প্রথম পাতার পর

কারণ মানুষকে সঠিক দিশা দেখাতে ও জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এক মহান ভূমিকা পালন করে থাকে গণমাধ্যম। সেই গণমাধ্যমই যদি নীতি–আদর্শ বিসর্জন দেওয়া কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল বা দলগুলোর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে, তবে খুব স্বাভাবিভাবেই তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। ভাবটা এমন, যেন বিশেষ এই গণমাধ্যমটি রাজ্যের সমস্ত গণমাধ্যমের ঠিকা নিয়ে বসে আছে। তারা যেটা বলবে, তা ভুল হোক বা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হোক না কেন, তাকেই সঠিক বলে মানতে হবে সমগ্র রাজ্যবাসী সহ রাজ্যের সবকটি গণমাধ্যমকে। নেতৃত্ব দিতে গেলে নেতাকে অবশ্যই সঠিক ও নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কিন্তু ক্ষমতাপ্রাপ্তির মোহে অন্ধ হয়ে যদি নিরন্তর একপেশে সংবাদ পরিবেশন করে, তবে জনমানসে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটবে। প্রশ্ন উঠবে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা যেমন জনগণকে ধোপার গাধা বলে মনে করেন, তেমনই একশ্রেণীর গণমাধ্যমও এই মানসিকতার বাইরে নয়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তারা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। এমনই মন্তব্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহলের।

বিরোধীরা কি আঘাত হানতে পারবে?

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে কমিশনের কড়াকড়ি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাপট, পুলিশের নিরপেক্ষতাও শাসক দলের অনেক নেতা ভাল চোখে নেয়নি। তার ফলে বিরোধীরাও আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে। বিরোধীদের এমন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেন জোট প্রার্থীরা এবার নবান্ন দখল করতে চলেছে। তৃণমূলের অনেক নেতা কর্মীরা আলোচনা করছেন, এবার মমতা মুখ্যমন্ত্রী হবে তো?

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক শীর্ষ তৃণমূল নেতা জানালেন, ৩১টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ২৫–২৬টা আসন অবশ্যই পাবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিজেপিও আশাবাদী। গোসাবা, বাসন্তী, সাগরে বিজেপি প্রার্থীরা প্রচারে ঢেউ তুলেছে। তবে বিজেপি সংগঠন বড়ই নড়বড়ে। জেলার এক বিজেপি নেতা জানালেন, অনেক বুথে বিজেপি নিঃশব্দে বিস্ময় ঘটাবে।

বাসন্তীতে অভিষেকের জনসভা সরগরম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : শনিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ১২৮ বাসন্তী (তফঃ) বিধানসভা কেন্দ্রের সোনাখালি বাসন্তী কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর এবং ১২৭ গোসাবা (তফঃ) কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জয়ন্ত নস্কর–র সমর্থনে নির্বাচনী জনসভার আয়োজন হয়। এদিনের জনসভায় উপস্তিত ছিলেন যুব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী কেন্দ্রের প্রার্থী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর, গোসাবা কেন্দ্রের প্রার্থী জয়ন্ত নস্কর, জেলা যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদার, শিলিগুড়ি কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী তথা ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া, জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল নস্কর প্রমুখ। এদিনের জনসভায় যুব তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সুভাষবাবু রাজ্যের সেচ ও জলপথ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মন্ত্রী থেকে বাসন্তী কেন্দ্রে তথা রাজ্যে কিছুই করেননি। ৩৪ বছরে বিগত বাম সরকার বাংলাটাকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। বৈশাখের তাপদহকে উপেক্ষা করে এই জনসভায় যারা এসেছে তারা বাসন্তী ও গোসাবা মাটি থেকে সিপিএম আরএসপি, কংগ্রেস, বিজেপিকে উৎখাত করতে এসেছে। তৃণমূলের গোবিন্দ ও জয়ন্তবাবু ৫০ হাজার করে ভোটে জিতবে। বাসন্তীর মাটিতে উন্নয়নের তুফান তুলতে হবে। জ্যোতিবাবু বুদ্ধবাবুর রিগিং করা সরকার নয়।

এটা মা মাটি মানুষের সরকার। ১৯৬০–৬১ থেকে কোনও কাজ করেনি। এখন বলছে সুযোগ দিন কাজ করবো। এতদিন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিলেন। বুদ্ধবাবুর আমলে বাজেটে ২৮২ কোটি টাকা আর মা মাটি মানুষের আমলে সংখ্যালঘুদের জন্য বাজেটে ২,৮০০ কোটি টাকা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন আরএসপি করতে পারলে করো, লড়তে পারলে লড়ো, আর নাহলে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো। লাল

মানে থেমে যাওয়া আর সবুজ মানে এগিয়ে যাবে। আপনারা কোনটা চান। আসলে এদের জোট ঘোট হয়নি। এদের একটা বিয়ে হয়েছে। ওদের কোনও সন্তান হবে না। বেশি কিছু সংবাদ মাধ্যম যত কুৎসা করছে ততই এদের ধন্যবাদ জানাবেন। সাড়ে ৪ বছর পর জনসমীক্ষা করে দেখছে তৃণমূল আবার ক্ষমতায় আসবে। তাই ওদের ধন্যবাদ জানাবেন। বিরোধীরা সংবাদ মাধ্যমে বসছে কুৎসা করছে।

আগামী দিনে বিরোধীরা থাকবে না। তৃণমূলের কর্মীরা মাঠে ময়দানে নেমে কাজ করে। এ রাজ্যের মাটিতে ২০১১ সালে দেহত্যাগ করেছে সিপিএম আরএসপি তথা বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি কংগ্রেস, বিজেপি। এরা আর দাঁড়াতে পারবে না। জোটের মুখ্যমন্ত্রী সূর্য মিশ্র, নারায়ণগড় থেকে ৪০ হাজার ভোটে পরাজিত হবে। আর এক নতুন নাম অধীরবাবু তিনি উলঙ্গ রাজা। তাকে সংবাদ মাধ্যমে জামাকাপড় খুলে দিতে হচ্ছে। যারা ৩৪ বছর ধরে খুন করে, ধর্ষণ করে, অত্যাচার, সন্ত্রাস করে তাদের মানুষ যোগ্য জবাব দেবে। যে সিপিএম কংগ্রেসের রাজীব গান্ধিকে চোর বলেছিল, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া, ইন্দিরা গান্ধিকে ডাইনি বললো, সেই কংগ্রেস এখন ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলছে। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, গোবিন্দবাবু, জয়ন্ত নস্কর বাবু প্রার্থী হলেও, ভোট আপনারা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেবেন এবং এদের জয়ী করে দলনেত্রীর হাতকে শক্ত করবেন। সিপিএমের মহম্মদ সেলিমবাবু বলছেন ফিরে এলে দেখে নেবো। আর তৃণমূল কর্মী খুন হচ্ছে। বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে খোলা আকাশে। যে রাজনীতি তোমরা শুরু করেছ তার জবাব মানুষই দেবে।

দলনেত্রীর অনুপ্রেরণায় ৪ বছরে ৮ হাজার কিমি রাস্তা হয়েছে। ৮ কোটি মানুষের খাদ্য সুরক্ষায় এসেছে। ২ টাকা করে চাল গম পাচ্ছে। বান–বন্যায় কৃষকদের ক্ষতিপূরণে ১৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। শিলিগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া বলেন গোবিন্দচন্দ্র বাবু ও জয়ন্তবাবুকে জিতিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করুন। ২০১১ সালে নির্বাচনে লড়াই করেছিল তৃণমূল পরিবর্তন নিয়ে। আর ২০১৬ সালে উন্নয়নের বিকাশ নিয়ে। ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকার কিছু করতে পারেনি। এ রাজ্যের যুবক–যুবতীরা পড়াশুনার জন্য বাইরে চলে যেত। কিন্তু এই ৫ বছরে চাকুরির জন্য অনেক কম যাচ্ছে। ১৯ মে যখন ফলাফল ঘোষণা হবে তখন দিদি আবার দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। ৩০ এপ্রিল সকাল সকাল ভোট দিন। শিলিগুড়ি মডেল কিছুই হয়নি। বাংলায় একটা মডেল মমতা মডেল। শিলিগুড়িতে তৃণমূল জিতছে। যেভাবে সাড়ে ৪ বছরে উন্নয়ন হয়েছে, তাই উন্নয়নে ভোট দিন। এদিনের জনসভায় মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন। এছাড়া এদিন ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সওকাত মোল্লা, জয়নগর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাসের সমর্থনে ময়দা যুবক সংঘের মাঠে নির্বাচনী জনসভা করেন। এখানে অভিষেক বলেন, ১৩ মে–এর পর জয়নগর বিধানসভায় চক্ষু শিবির করা হবে। সিপিএম–কংগ্রেস, বিজেপি–কে চোখের ছানি অপারেশন করিয়ে উন্নয়ন দেখানো হবে। জয়নগর কেন্দ্র থেকে এবার তৃণমূল জিতবে। বিরোধীরা সাইনবোর্ডে পরিণত হবে। উন্নয়নের স্বার্থে বিশ্বনাথ দাসকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করুন। এদিনের ভিড় চোখে পড়ার মতো।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

ভোট আসে আর যায়, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন হয় না

সুজয় সাঁধুখা

ভোট আসে ভোট যায় প্রতিশ্রুতি আর পালন হয় না। এইরকমই অভিযোগ ওঠে প্রতিবারেই। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে অনেক কেন্দ্রে প্রার্থীর আর দেখা পাওয়া যায় না বলে ক্ষোভ উগরে দেন সাধারণ মানুষ। পাঁচ বছর আগের বিধানসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটের অস্ত্র ছিল 'সিঙ্গুরের জমি'।কিন্তু ক্ষমতার পাঁচ বছর হয়ে গেলেও এখনও কিন্তু চাষিদের জমি ফিরিয়ে দিতে পারলেন না তিনি। ফলে বিরোধীরা এবার এই সিঙ্গুরের জমিতে হাজির হয়ে শিল্প, কলকারখানা করবার ডাক দিচ্ছে। এখন দেখার বিষয় সিঙ্গুরের মানুষ এবারের ভোটে কাকে চায়?

পরনে সাদা শাড়ি, হাতে একটি গোল ঘড়ি আর পায়ে হাওয়াই চটি পরেই দিন পার করে দিচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা। কিন্তু তার নেতামন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ছবিটা ঠিক উল্টো। মানে, পাঁচ বছরে ক্ষমতায় থেকে বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতারা। সামগ্রিক ভোটের মুখে তৃণমূলের ঝুলি থেকে একের পর এক বেড়াল উঁকিঝুঁকি দেওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে তৃণমূলের ভাবমূর্তি বেশ ধাক্কা খেয়েছে। মানে সোজা কথায় গোদের উপর বিষফোড়া হয়েছে তৃণমূল শিবিরে। প্রথমে সারদা তারপর নারদ কেলেঙ্কারিতে জোর ধাক্কা খেয়েছে তৃণমূল সরকার। তারপর মাথায় উড়ালপুল ভেঙেও নিস্তার পায়নি শাসকদল। এরপর সিন্ডিকেট রাজের গল্প খোলাখুলি স্বীকার করেছেন সব্যসাচী দত্ত। তবে এই সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ আছে। যাদবপুর, কসবা, বিধানগরের মত এলাকায় তৃণমূলের দাদারা বেশ রমরমা সিন্ডিকেটের বাজার তৈরি করেছেন। এইসব ঘটনা সাধারণ মানুষেরা কীভাবে দেখছেন? তবে কি কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খাদ্যসাথীর মতো প্রকল্প চালু করেও ভোটবাক্সে টান পড়বে মমতা সরকারের? আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাকে দেখতে চান? কী তাদের অভিযোগ? কথা বললাম কিছু সাধারণ মানুষের সঙ্গে এবং তাদের অভিমত এখানে তুলে দেওয়া হল।

বাসুদেব পুরকাইত (রিক্সা চালক): দিন আনি দিন খাই। আমি এবারেও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতাকেই দেখতে চাই, কারণ আমাদের হালতু (কসবা) এলাকায় রাস্তাঘাটের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্যুৎ, জল সব ঠিকঠাক পাই। তবে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে সংসার চালাতে পারছি না। এগুলো যদি তিনি দেখেন তাহলে খুব ভাল হয়।

সুভাষ চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী) এ রাজ্যে যতই বাম–কংগ্রেস জোট করুক না কেন তারা জিততে পারবে না। আমি তাকেই ভোট দেব যাতে আমার ভোটটা কাজে লাগে। আমি মমতাকে সমর্থন করি কারণ উনি পশ্চিমবঙ্গের অনেক কাজ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেও যখন তিনি কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা রাজ্যের জন্য দিয়েছিলেন, এবং এখনও তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অনেক কাজ করেছেন, আলো, জল, রাস্তাঘাট সবই তো কাজ হয়েছে।

রঞ্জিত দাস (গাড়িচালক), আমাদের যাদবপুর এলাকা এমনিতেই শান্তিপূর্ণ, নির্বিঘ্নে প্রতিবারই ভোট দিতে পারি। তবে পাঁচ বছরে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে পশ্চিমবাংলার মেয়েদের। কোনও নিরাপত্তা নেই, আর্থিক শৃঙ্খলার পরিস্থিতি এখন তলানিতে ঠেকেছে। এখনও আমি ঠিক করিনি কাকে ভোট দেব। তবে আবারও পরিবর্তন হলে ভাল হয়।

নমিতা চৌধুরী (গৃহবধূ) তার অভিমত, যে সরকার কাজ করবে আমি তাকেই ভোট দেব। আমাদের এ রাজ্যে অনেক সমস্যা আছে বিশেষ করে আমাদের যাদবপুর এলাকায় জলের খুব সমস্যা, এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো যেভাবে জিনিসপত্রের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবার চালানোর ক্ষেত্রে আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের ঘরের ছেলেরা লেখাপড়া করেও চাকরি পাচ্ছে না। তাই যে সরকার আমাদের এসব সমস্যার সমাধান করবে আমরা তাদের ভোট দেব।

পরিতোষ মণ্ডল (স্থানীয় ব্যবসায়ী), এবারের বিধানসভা ভোটে মনে হচ্ছে 'পরিবর্তন' হলে আবার ভাল হয়। পাঁচ বছরে জল, আলো রাস্তাঘাট উন্নতি হয়েছে কিন্তু টেলিভিশন খুললেই চোখে পড়ছে প্রায়ই ধর্ষণের অভিযোগ, পুলিশকে মারছে শাসকদল, কলেজের অধ্যাপকদের মারছে এবং যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তাতে করে এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত। যে সরকারই আসুক না কেন ক্ষমতায় আমরা সাধারণ মানুষরা চাই এই সব সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যেন শেষ হয়।

স্বরূপ দে (ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র) আমি এই নিয়ে তিনবার ভোট দেব। এখনও সিদ্ধান্ত করে উঠতে পারিনি কাকে ভোট দেব। তবে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কোনও চাকরি নেই। আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি পাশ করি সেই হিসাবে আমরা চাকরি পাই না। চাকরির খোঁজে দেশের বাইরে যেতে হয়। সরকারের প্রতি আমরা অনেকেই কিছু আশা করি কিন্তু কাজ কিছু হয় না। তাই আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে যেন বিদেশি কোম্পানি আসে তা হলে আমরা বেকার ছেলেমেয়েরা চাকরির জন্য কিছু আশা করতে পারব।

সমর মন্ডল (দোকানদার) তার কথায় আমাদের যাদবপুর এলাকায় সিন্ডিকেট রাজ ছেয়ে গিয়েছে, বাড়ি করতে গেলে পাড়ার দাদারা এসে হাজির হয় এটাই প্রথম বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও যেভাবে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে কিছুদিন পরে তো মধ্যবিত্তরা না খেতে পেয়ে মরে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে কাজ করবে তাকেই দেখতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটাভুটি এখন শেষ লগ্নে এসে পৌঁছেছে। এবার দেখার বিষয় শহরে মর্যাদা কি রক্ষা করতে পারবে মমতা? নাকি বাম কংগ্রেসের জোট গতি পাবে পশ্চিমবঙ্গে? তবে এই জোটের মুখ্যমন্ত্রীর নাম এখনও খোলসা করে দিচ্ছে না সিপিএমের প্রথমসারির নেতারা। কখনও গরম আবার কখনও নরমে ভোটপ্রচার সারছেন তৃণমূল নেত্রী। অর্থাৎ কখনও বলছেন 'ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেব'। কখনও তার গলায় শোনা যাচ্ছে 'সব দোষ ত্রুটি আমার'।

তবে নেত্রীর গরম মেজাজ থেকে বাদ পড়েনি নির্বাচন কমিশন ও তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিনিয়ত তোপ দাগিয়েছেন মমতা। দু বছর আগে পর্যন্ত মমতার ভাষণে যে ঝাঁঝ পশ্চিমবাংলার মানুষ শুনেছিল তার কিছুই এখন শোনা যায় না মমতার গলায়। তবে কি বাম–কংগ্রেসের এই জোট মমতার গলায় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে? তবে নেত্রী সেকথা স্বীকার করুক বা না করুক এটাই সত্যি যে বাম–কংগ্রেসের জোটের কথা অতীতে যত একধাপ করে এগিয়েছে ততই তীব্র ভাষায় এই জোটকে কটাক্ষ করেছে মমতা, রাজনৈতিক মহল অবশ্য মনে করছেন এই জোটই ১৯ মে–র পরে তৃণমূল সরকারের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবে। এখন বিরোধীরাও যেভাবে তৃণমূল সরকারের বিষয়ে ভোটপ্রচার চালাচ্ছে তাতে কি সাধারণ মানুষের মনে আবার পরিবর্তনের হাওয়া আসতে পারে? তবে কি শাসকদলের থেকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষ? যেভাবে গতবারের ও এবারের বিধানসভা ভোটে শাসকদলের হিংসার ছবি দেখা গিয়েছে, ভোট লুঠ করা এবং চতুর্থ দফা ভোটে শাসকদলের এক নেতা নির্বাচন কমিশনকে যেভাবে 'জুতো মারার' ও 'মুখে চুন কালি' দেওয়ার মত কটূক্তি করেছে তাতে মনে হয় এটা কি সভ্য সমাজের পরিচিতি? এবং পঞ্চমদফা ভোটেও শাসকদলের চোখ রাঙানি থেকে বাদ পড়েনি একটি তিন বছরের শিশু এবং তার সঙ্গে এক বৃদ্ধ দম্পতি। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বদলা নয় বদলের ডাক দিয়ে সরকার গড়েছিল তা এটা কিসের বদল? সিপিএমের রাজত্বের শেষের দিকে সাধারণ মানুষরা তাদের অত্যাচার সহ্য করতে পারছিল না বলেই তো পরিবর্তন চেয়েছিল। তা এটা কিসের পরিবর্তন?

এইরকম সন্ত্রাসের ছবি কিন্তু শুধু পশ্চিমবাংলার মানুষই দেখতে পান। এখন আমাদের ভাবতে লজ্জা লাগে আমারা কোন গণতন্ত্রে বাস করি? যেখানে শিশু থেকে বৃদ্ধরা কেউই শাসকদলের চোখরাঙানি ও মারধরের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না। এই সব কলঙ্কের কালি কি দূরে সরাতে পারবে শাসকদল? এখন এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের ভোটে কটি আসনে জিততে পারে শাসকদল আদৌ দ্বিতীয়বারের জন্য সেই সুযোগ সাধারণ মানুষরা তাকে করে দেবেন কিনা সবার চোখ এখন সেইদিকেই।

ভোট চতুর্থ দফা

কমিশনের নজরদারি সত্ত্বেও বিক্ষিপ্ত হিংসা দমদমে

বাপিলাল দে : উত্তর ২৪ পরগনার ৩৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভালভাবেই ভোট গ্রহণ পর্ব মিটেছে বলে খবর পাওয়া যায়। উত্তর দমদম বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য

একদল টিএমসি দুষ্কৃতীর হাতে লাঞ্ছিত হন বলে খবর পাওয়া যায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তন্ময়বাবু বলেন ভোটের দিন সকালে প্রায় তিনমাস আগে হার্ট সার্জারি হওয়া এক অসুস্থ বাম সমর্থক ভোট দিতে আসলে তৃণমূল কর্মীরা তাকে ভোট দিতে বারণ করে। তিনি তা না শুনলে টিএমসি কর্মীরা তাকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে। এতে হ্যাপি চন্দ্র আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে বামকর্মী হ্যাপি চন্দ্রর অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য হ্যাপির বাড়িতে যান তাকে দেখতে। তন্ময়বাবু যখন হ্যাপির বাড়ির খুব কাছাকাছি চলে যান তখন তিনি দেখেন সাত থেকে আটজন যুবক তার গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে ছুটে আসছে। এবং এদের মধ্যে একজন একটা আধলা ইট ছুঁড়ে মারেন তন্ময়বাবুর গাড়ি লক্ষ্য করে। এতে গাড়ির কাঁচ ভেঙে তা ছিটকে এসে তন্ময়বাবুর হাতে এসে পরে, ফলে হাত কেটে রক্ত ঝরতে থাকে। কারা আপনার গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়েছে সাংবাদিকরা এই প্রশ্ন করলে তন্ময় ভট্টাচার্য বলেন তিনি চারজনকে চিনলেও বাদবাকিদের চেনেন না। পরে অবশ্য সিপিএম প্রার্থীর কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের পক্ষ থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকিদের তল্লাশি চলছে। যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং যাদের এখনও ধরা যায় নি তারা সকলেই হ্যাপি চন্দ্রর বাড়ির কাছে একটি বাড়ির নিচতলায় বসে কিছু খাচ্ছিলেন বলে সিপিএম প্রার্থীর কাছ থেকে জানা যায় শেষ পর্যন্ত।

অন্যদিকে বরানগরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়ন্ত দে তার নিজের বাড়িতে ভুয়ো ভোটার হিসাবে দশজন ব্যক্তিকে থাকার অধিকার দিলে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা যায়। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে বরানগর থানার পুলিশ জয়ন্ত দে সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করলেও বাকি আটজন পালিয়ে যায়। পুলিশ অবশ্য বাকি আটজনকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে তল্লাশি জারি রাখে বলে জানা যায়। আটক দুই ব্যক্তি বীরভূমের বাসিন্দা বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।ন বরানগরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অঞ্জু সিং বলেন কেবলমাত্র সাধারণ সমর্থকরাই নয়। বাদ যাননি ভিআইপিরাও। কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে মার খাওয়ার বিষয়টি থেকে। বরানগরের পুরপ্রধান অপর্ণা মৌলিকও কেন্দ্রীয় মহিলা বাহিনীর হাতে মার খাওয়ার থেকে রেহাই পান নি বলে জানা যায় স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে।

সদ্য শেষ হওয়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভোটে চোখে পড়ল নানা বয়সী ভোটারের ভিড়। তার মধ্যে একদিকে যেমন ছিলেন বর্ষীয়ান মানুষজন তেমনই অপরদিকে নজরে এসেছে প্রথম বার ভোট দিতে আসা টিনএজারদেরও। বলাবাহুল্য এই ভিন্ন বয়সের মেলবন্ধন গণতন্ত্রের উৎসবকে মজবুত এবং সংহত করে তুলেছে। উপরোক্ত ছবি দুটিতে এরকমই বিভিন্নতার ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে। নিজস্ব চিত্র

ষষ্ঠ দফায় সাবেক ছিটমহলবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে চলতি ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬–র ষষ্ঠ তথা শেষ দফায় আগামী ৫ মে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার সর্বমোট ন'টি আসনে এবং দক্ষিণবঙ্গের সুদূর দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর লাগোয়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনে মোট ২৫টি আসনের জন্য নির্বাচন হতে চলেছে। কোচবিহার জেলার ন'টি আসনেরজন্য প্রার্থী রয়েছেন মোট ৬৭ জন এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনের জন্য এবার প্রার্থী রয়েছেন মোট ১০৩ জন।

প্রসঙ্গত, গত ২০১৬–র পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার জেলা নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রার্থী ছিলেন ৬২ জন এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রার্থী ছিলেন মাত্র ৭৫ জন। এদিকে এবার কোচবিহারের ন'টি আসনে মোট নির্বাচক রয়েছেন ২১,৩৬,৩১১ জন। এর মধ্যে মহিলা নির্বাচক রয়েছেন ১০,২৩,৫০১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের নির্বাচক রয়েছেন ১০ জন। এ জেলার মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ২,৪৭৬টি।

অন্যদিকে পূর্বমেদিনীপুর জেলার মোট মহিলা নির্বাচক ১৭,৫২,০০৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের নির্বাচক রয়েছেন আট জন। এ জেলার মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র চার হাজারের অধিক। প্রসঙ্গত,এবার কোচবিহার জেলার দিনহাটা (৭), নাটাবাড়ি (৮) ও তুফানগঞ্জ (৯) এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রে সাবেক বাংলাদেশি ছিটমহল ও ওপার বাংলার ভারতীয় ছিটমহল থেকে এপার বাংলায় আসা ৯,৭৭৬ জন নব ভারতীয় প্রথমবার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন ৫ মে। এদিকে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ (১), কোচবিহার উত্তর (৩), কোচবিহার দক্ষিণ (৪), সিতাই (৬) এবং দিনহাটা (৭) আর পূর্বমেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া পশ্চিম (২০৫) কেন্দ্রে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বাম–জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক–ধর্মনিরপেক্ষ জোটের মধ্যে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা।

ভোটদান মোটামুটি শান্তিতে

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ হাওড়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার পঞ্চমদফা ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হল। হাওড়ার ১৬টি এবং উত্তর ২৪ পরগনার ৩৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দুতিনটি কেন্দ্রকে বাদ দিলে ভোট মোটামুটি শান্তিপূর্ণই ছিল বলে জানা যায় নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি সিদ্ধান্তের জন্য। হাওড়ার বাগনানে ১০৫ নম্বর বুথের জ্যোতির্ময়ী গার্লস স্কুল বাঙালপুরে টিএমসির বুথ ক্যাম্পটি সিআরপিএফ ভেঙে দেয় এবং তৃণমূল কংগ্রেসে কর্মীদের উপরে লাঠি চার্জ করার অভিযোগ ওঠে সিআরপিএফ এর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বালি এবং ডোমজুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটে সামান্য অশান্তি ছাড়া ভোট মোটামুটি শান্তিতেই হয়েছে বলা যায়।

একসময় অবশ্য বালি বিধানসভা কেন্দ্রের নতুন প্রার্থী টিএমসি–র বৈশালী ডালমিয়া প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ককণিকাবন্দ্যোপাধ্যায়েরসঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। হাওড়ার অপর একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উত্তর হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে তিনি নাকি ভোটারদের প্রভাবিত করা থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকে মোবাইলে ছবি তোলা এবং টিএমসি কর্মীর গালে চড়থাপ্পর মারার মতো গুরুতর অপরাধ ঘটিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনার অবশ্য রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের গতিবিধির উপর নজরদারি করছেন বলে জানা যায়। হাওড়ায় শাসক তৃণমূল মূলত দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যার একদিকে রয়েছেন বিদায়ী কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরূপ রায় এবং অপর দিকে বিদায়ী সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও অনেক দল উপদল রয়েছে তৃণমূলে।

ভোট পরিক্রমায় দিঘা থেকে দিনহাটা

প্রিয়ম গুহ

আগামী ৫ মে রাজ্যে শেষ দফার নির্বাচন। দুটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রান্তের জেলায় এদিনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একদিকে যেমন রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬ টি কেন্দ্র তেমন অপরদিকে রয়েছে উত্তরবঙ্গের শেষসীমায় স্থিত কোচবিহারের ৯ টি কেন্দ্র। ভৌগোলিক তো বটেই আচার আচরণ থেকে রাজনৈতিক বহিপ্রকাশ সম্পূর্ণ পৃথক এই দুই জেলায়। ওই যে আমরা কথায় বলি না কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ। অনেকটা তেমনই তফাৎ দুই জেলার। যদিও কাকদ্বীপ দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত। পূর্ব মেদিনীপুরের ভোট চিত্র অনেকটাই আলাদা। এই রাজ্যের পট পরিবর্তনে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূমিকা অনেকটাই আলাদা। এখানকার নন্দীগ্রামের রক্তস্নাত জমিই তো বদলের ডাক দিয়েছিল সর্বাগ্রে। হ্যাঁ, আওয়াজ এই দক্ষিণবঙ্গের আরও এক জেলা থেকে উঠেছিল। সেটি হল কলকাতা লাগোয়া হুগলির সিঙ্গুরের জমি। সিঙ্গুরে জমি ফেরানো নিয়ে শাসক দল অনেকটাই ব্যাকফুটে। তারা বরং অনেকটাই প্রাণবন্ত পূর্ব মেদিনীপুরে। এই জেলায় নেত্রীর ভরসা ডাকসাইটে যুব নেতা তথা সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী। যার দাপট নারদের পরেও নাকি অনেকটাই বহাল আছে বলে জেলা সূত্রে খবর। শুভেন্দু এবার দিদির তুরুপের তাস হতে চলেছেন এই জেলা থেকে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে। শুধু এই জেলা বলে নয়, শুভেন্দু এখন মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের মতো কংগ্রেসের দুর্গ ভাঙতেও মমতার হাতিয়ার। শুভেন্দু অধিকারীর এই গরিমা বৃদ্ধি অবশ্য দলে মুকুলের প্রাধান্য কমার পর থেকেই। ফের দলে প্রত্যাবর্তন করলেও এখন শুভেন্দু অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন। এহেন

তরুণ তুর্কীর লড়াই এবার বিধানসভায় যাওয়ার। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু জিতলে তাঁর মন্ত্রীত্ব পাকা। শুভেন্দু এবার দাঁড়িয়েছেন নন্দীগ্রাম থেকেই। ফিরোজা বিবিকে অন্যত্র সরিয়ে তাকে এখানে প্রার্থী করা হয়েছে। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরে উল্লেখযোগ্য প্রার্থী হলেন কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়ের স্বামী নির্বেদ রায়। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তমলুক থেকে। যদিও এখানকার গতবারের বিজয়ী প্রার্থী সৌমেন মহাপাত্রকে সরানো মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। বিদায়ী মন্ত্রী সৌমেনবাবু স্থানান্তরিত হয়েছেন পিংলায়। যেখানকার ভোট ইতিমধ্যে সমাপ্ত। এছাড়া এই জেলায় শিশির–শুভেন্দু গোষ্ঠীর সঙ্গে চাপা লড়াই থেকে গিয়েছে মুকুল অনুগামী শিউলি সাহার।

এতো গেল পূর্ব মেদিনীপুরে কাহিনী। এবার একটু দেখে নেওয়া যাক কোচবিহারের দিকে। ৯ টি কেন্দ্রে ভোট হলেও এই জেলায় শাসক দল বহুধা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তার মধ্যে জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ যেমন রয়েছেন তেমনই আসরে আছেন একসময়ে জেলায় মমতার সবথেকে কাছের লোক বলে পরিচিত মিহির গোস্বামী। মিহিরবাবু যে দাঁড়াতে চলেছেন তা অতিবড় তৃণমূল কর্মীও ভাবতে পারেননি। কোচবিহারের দুই প্রান্তে লড়াইয়ে থাকা মিহির এবং রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দুজনেই বেজায় চাপের মুখে রয়েছেন। কোচবিহারে তৃণমূল আরও বেকায়দায় পড়েছে প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রী প্রয়াত কমল গুহ'র পুত্র উদয়ন গুহকে দলে নিয়ে। যা সম্ভব হয়েছে দলনেত্রীর ইচ্ছায়। রেজ্জাক মোল্লাকে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের ভাঙরে যে সমস্যায় পড়েছে ঘাসফুল অনুরূপ বিপত্তি হচ্ছে কোচবিহারের দিনহাটায় উদয়ন গুহকে নিয়ে। এছাড়াও মেখলিগঞ্জ, সিতাই প্রভৃতি স্থানেও কোন্দল ভোগাচ্ছে তৃণমূলকে, অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে বাম–কং জোট।

মাঙ্গলিকী

‘সেতু’র সেতুবন্ধন হল কী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ই মার্চ জীবনানন্দ সভাগৃহে উজ্জ্বল সাহিত্য সংস্কৃতির সংস্থা ‘সেতু’-র বসন্তকালীন ‘সারস্বত সন্ধ্যা’ অনুষ্ঠিত হল। সহসঞ্চালিকা গীতা অধিকারী রবীন্দ্রকাব্যের অংশ বিশেষ পাঠের সাথে সুমিষ্ট ভাষণে সকলকে স্বাগত জানান। ‘সেতু’-র কর্ণধার কবি, বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী এরপর অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় আসেন। তিনি সকলকে স্বাগতঃ জানিয়ে বলেন, মানুষে মানুষে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই হল ‘সেতু’-র কাজ। এরপর ‘সেতু’-র সদস্য-সদস্যাবৃন্দ পরিবেশন করলেন সমবেত ‘সূচনা-সঙ্গীত’ (‘‘তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়’’ ও ‘‘ওই উজ্জ্বল দিন’’)।

এরপর মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন ‘সেতু’র সভাপতি, বিশিষ্ট জন নিমাই মিত্র, এদিনকার অনুষ্ঠানের সভাপতি বরিষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক বলরাম বসাক, প্রধান অতিথি আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ ও এই সাথে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় ‘সেতু’র আচার্য্য সুব্রত ভদ্র ও বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সভাপতি নিমাই মিত্র সভাপতির লিখিত ভাষণ পাঠের মাধ্যমে সংগঠনের উদ্দেশ্য ও আগামী পরিকল্পনার কথা জানালেন। এরপর বালক ঋতময় চট্টোপাধ্যায় ও বালিকা শোভানিকা চ্যাটার্জীর আবৃত্তি সকলের মন কাড়লো। এরপর ছিল ‘অতিথি বরণ’ পর্ব। এই পর্বে সঞ্চালনায় এলেন যুবা প্রতিভা বাচিক শিল্পী জয় ভট্টাচার্য। সভাপতি বলরাম বসাক, প্রধান অতিথি প্রদীপ ঘোষের হাতে পুষ্পস্তবক, গলায় উত্তরীয় পরিয়ে যথার্থভাবে সংবর্ধনা জানানো হল, উপস্থিত সকল সুধীজনের উষ্ণ করতালিতে মুখরিত হল সভাগৃহ।

এরপর সঞ্চালনায় ফিরলেন উদয় চক্রবর্তী। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথমে বক্তব্য রাখলেন শিশু সাহিত্যিক বলরাম বসাক। তিনি বললেন, ৪/৫ বছর থেকে ১০/১১ বছরের ছেলেমেয়েরা বিশ্বাসের জগতে বিচরণ করে। তাই মায়েরা রূপক/উদাহরণ সমৃদ্ধ গল্পের মধ্যে দিয়েই ছেলেমেয়েদের মনে ‘ভাল’ জিনিষটাই ‘প্রোথিত’ করেন— শিশু সাহিত্যিকদের এই কাজটাই করতে হবে তাঁদের সব ধরনের লেখার মাধ্যমে। শ্রদ্ধেয় শ্রী বসাকের বক্তব্য যে কতটা যথার্থ তার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েকদিন পরেই আনন্দবাজারে প্রকাশিত একটি খবরের মাধ্যমে : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত মালিকাধীন সব খনি শ্রমিকদের উপরে মালিক সম্প্রদায়ের অলিখিত নির্দেশ হল শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে খনির কাজের অসম্ভব শারীরিক কষ্টের কথা ব্যক্ত করবে না— বলা হয় তাদেরকে ‘হাসিখুশী’ থাকতে হবে, শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা এই বার্তাই পাবে যে খনির কাজ খুব ভালো। অর্থাৎ আগামী দিনে এই সব ঘরের ছেলেরা খনি শ্রমিকই থাকবে আর মেয়েদের বিয়ে হবে খনি শ্রমিকদের সাথেই! তবে সুখের বিষয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সের অধ্যাপকবৃন্দ উক্ত ‘মিথ্যা’র বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় শিশু সাহিত্যিক বলরাম বসাককে সশ্রদ্ধ অভিবাদন তাঁর অনবদ্য যথার্থ ভাষণের জন্য (শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরার আমন্ত্রণেই শ্রী বসাক আসরে আসেন)। এরপর ভাষণে এলেন কিংবদন্তি আবৃত্তিকার বরিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় প্রদীপ ঘোষ। তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণের সাথে ঘড়ির কাঁটা ‘পাল্লা’ দিয়ে উঠতে পারছিল না। তিনি বললেন : ‘সেতু’-র সাথে তাঁর পরিচয় ছিল না, তবে আসরে এসে ভাল লাগছে— সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমরা অনেক পাই— পরিবেশের কথা—বাংলায় কি সত্যিই ছোটদের জন্যে লেখা হয়েছে? (!!!) রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় খুব একা ছিলেন— ছোটদের জন্যে রবীন্দ্রনাথ বেশি লেখেননি (আসলে প্রশান্ত মহাসাগর যেখানটায় সব চেয়ে বেশি গভীর সেই জায়গাটার গভীরতা হল ৫৬ হাজার ফিট; তার মানে এই নয় যে প্রশান্ত মহাসাগর সব জায়গাতেই ৫৬ হাজার ফিট গভীর। তবুও তার বৈচিত্র নিয়েই প্রশান্ত মহাসাগর হল ‘প্রশান্ত মহাসাগর’ই। রবীন্দ্রনাথ সব মিলিয়েই ‘রবীন্দ্রনাথ’)। রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী মারা যাবার পরে ছেলেমেয়েদের দেখেননি(!!!)—(‘ধান ভানতে শিবের গীত!’)— কবিতা বুঝতে আমাদের ঘাটতি আছে— কিছুটা রাজনীতির আঙিনায় ঘোরাফেরা করে ‘ঘরে’ ফিরে নাতিনাতনির কথা বললেন— ‘সেতু’র কথায় ফিরে বললেন, ‘সেতু’ যেন ‘স্থায়ী’ কাজ করে যায়। শ্রী ঘোষ শুধু শোনালেন না এক লাইনও কবিতা, সভাগৃহ তখন হতাশায় নিস্তব্ধ... দুই বক্তার ভাষণের মাঝখানে সমৃদ্ধ আবৃত্তি শুনিয়েছেন দুই যুবা প্রতিভা বিপ্লব চক্রবর্তী ও দীপন সেনগুপ্ত (দীপন যখন কিছু পাঠ করেন তখন এক হাতে বই/খাতা ধরেন, অন্য হাত ও সংলগ্ন কাঁধ বিশেষ বিশেষ শব্দ/বাক্য উচ্চারণের সময় ঝাঁকান, তখন মনে হয় কোনও রাজনৈতিক নেতা লিখিত ভাষণ পাঠ করছেন—দীপন কি এই ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেন?)

প্রদীপ ঘোষের ভাষণের পরে আসর খুব ধীর ছন্দে ফেরে— ‘সেতু’র আচার্য্য সুব্রত ভদ্র মুখে বিরাট পেন্সিল ধরে টেবিলে রাখা কাগজ রবীন্দ্রনাথের অবয়ব আঁকলেন, বাঁশীতে শোনালেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর, একতারা বাজিয়ে শোনালেন লোকসঙ্গীত— অনবদ্য বহুমাত্রিক পরিবেশনা! শুভ্রা ভদ্র রাগমিশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত (‘প্রভু আমার’) সকলের হৃদয় ছুঁল... এই পর্বে সঞ্চালনায় আসেন জয় ভট্টাচার্য। এদিন তাঁর সঞ্চালনা ছিল এক কথায় ‘হীরক দ্যুতি’ সম উজ্জ্বল— অভিনন্দন! সভাগৃহে যে ‘হতাশা’-র বাতাস বইছিল তা সুকুমার মন্ডলের ‘ফুলকির বিড়ম্বনা’ পাঠের মাধ্যমে ‘উড়ে গেলো... কবি শান্তনু মিত্রর কবিতা ‘সার্কাস’ বারবার শোনা যায়; এদিনও তা অনবদ্য লাগলো। দেবাশীষ মল্লিকের কন্ঠে ‘অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি’ হেমন্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনলো... তারাশঙ্কর দত্তর ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’র প্যারডি সত্যি সত্যিই এককথায় ‘ত্তি-লা-গ্র্যান্ডি মেমিস্টেফেনিস— ইয়াক,ইয়াক!’ যাঁদের কবিতা/পাঠ এই প্রতিবেদকের মন ‘ছুঁল’ তাঁরা হলেন বিকাশ দাস, সুব্রত মুখোপাধ্যায় (অসীমা মুর্খাজির কবিতা) মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গানে গানে আসরকে উজ্জ্বল করেছেন শর্মিলা মিত্র, কল্পনা বিশ্বাস কুন্ডু, মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায়, দেবাশীষ গুহ প্রমুখ। ক্ষুদে জাদুকর বিশালের জাদুও সকলের প্রশংসা কুড়ায় (একটি খেলায় ভুল করতে করতে সামলিয়ে নিয়েছে!) শ্রী প্রদীপ ঘোষের কাছ থেকে ‘জাদুকর’ ফুলের তোড়াও উপহার পায়... গোড়ায় ‘সুদীর্ঘ ভাষণ’ এদিন শেষের দিকে সময়ের অভাব ঘটায়; ফলে বেশ কিছু কবি/লেখক পাঠে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হন—তাই প্রশ্ন থেকে যায়—এদিন ‘সেতু’র ‘সেতুবন্ধন’-এর কাজ কি ঠিক ঠিক হল?

নাটক

সমান্তরাল

ইন্দ্রজিৎ আইচ

প্রায় ২০ বছর আগে অনীশ ছিল এক নাট্যদলের জরুরি সদস্য। সংসারের চাপে নাম যশ খ্যাতি আর অর্থের লোভে নাট্যদলের স্যুভিনিয়রের বিজ্ঞাপনের তিন হাজার টাকা নিয়ে মুম্বাই পালায়। তারপর তার নাম হয়। কলকাতায় ফিরে বিয়ে করে। একদিন হঠাৎ সেই নাট্যদলের দিনদা দেখা করতে আসে। দলে অনীশকে সংবর্দ্ধনা দেবে বলে আমন্ত্রণ জানায়, পারিবারিক এক দুর্ঘটনায় অনীশ যেতে পারে না, দিনদা এসে অনীশকে দুএক কথা শোনায়। দল চালানোর জন্য টাকা চায় অনীশের কাছে। অনীশ টাকা ধার হিসেবে দিতে চায়, আর দিনদাকে শোনায়

‘আদর্শবান তথাকথিত বোকা মানুষদের লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত’

এসব নাটক করে কিছু হবে না। এই ভোগবাদী দর্শনের দুনিয়ায় ইমোশন চলে না, অভিনয় করো সিরিয়াল সিনেমায় শুধু টাকা আর টাকা, আর যশ খ্যাতি গাড়ি বাড়ি তো আছেই। দিনদা এসব শুনে টাকা না নিয়ে চলে যায়। যবনিকা নেমে আসে।

তাহলে কি নাটক নিয়ে কেউ ভাববে। আদর্শ মূল্যবোধ সমাজ চেতনা সব টাকার অঙ্কে মাপা হয়। এই সব প্রশ্ন উঠে আসে নাটকের ভেতর থেকে। এক কথায় এই ‘‘সমান্তরাল’’ নাটক আদর্শবান তথাকথিত বোকা মানুষদের লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত। সম্প্রতি সমান্তরাল নাটকটি বরানগর রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হল ষড়ভুজের প্রযোজনায়।

এই নাটকে অনীশ (তথাগত চৌধুরী) বিকাশ (সৌমক ভট্টাচার্য), দিনদা (অনির্বাণ সরকার), জিনি (শিল্পীকার) রন্টু (অনুরণ সেনগুপ্ত), শ্রীমন্ত (কল্লোল দে), বচনবাবু (সুরজিৎ সরকার) সকলেই ভাল অভিনয় করেছে। শান্তনু দাসের মঞ্চ, গোপাল ঘোষের আলো, তড়িৎ ভট্টাচার্যর আবহ দর্শকদের নজর কাড়বে। নাটক ও নির্দেশনা সৌমিত্র বসু। ষড়ভুজের প্রযোজনায় সমান্তরাল নাটকটি সকলের দেখার মতন।

গ্যালারি থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কে বিস্মৃত ভাস্কর প্রমথনাথ মল্লিকের উনষাটটি ভাস্কর্য নিয়ে এক অনবদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল।

প্রমথনাথের জন্ম ১৮৯৪ সালে কলকাতায়। স্কটিশ চার্চ স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি রণদা গুপ্তের জুবিলী আর্ট অ্যাকাদেমির ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষালাভ করেন। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে তার করা প্লাস্টার অফ প্যারিসের রিলিফ ভাস্কর্য দেখে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ খুবই প্রশংসা করেন এবং ভাস্কর বিনায়ক পান্ডাবাং কারমারকারের কাছে আরও উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তাকে পাঠান। প্রমথনাথ কারমারকারের কাছে দুবছর ভাস্কর্যের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে তিনি মার্বেল কাটার দেখেন। কম্পোজিশন ও প্রতিকৃতি রচনা করা ছাড়াও তিনি রিলিফ ভাস্কর্যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। কলকাতার পার্ক সার্কাসে ১৯২৮ সালে কংগ্রেস পার্টি কনফারেন্সে তার করা কিছু কম্পোজিশন দিয়ে প্রদর্শনী সাজান হয়েছিল এবং তার করা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি প্রতিকৃতি স্বয়ং সুভাষ বোস পছন্দ করে মূল প্রবেশদ্বারে রাখেন। তার করা বিখ্যাত প্রতিকৃতিগুলি হল শ্রীরামকৃষ্ণ, জগদীশচন্দ্র বোস, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রিলিফ প্রতিকৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এফ হ্যারিংটন, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধি। এছাড়াও প্রসাধনরত মহিলা, পুজোর ফুল হাতে মহিলা কাজগুলিও বিস্তৃত। কম্পোজিশন ধর্মী কাজগুলির মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়ে ‘Son of the soil’ ‘In bondage’ ভাস্কর্য দুটি।

সম্প্রতি অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টেসের নর্থ গ্যালারিতে পনেরো জন চিত্রী ও একজন ভাস্করের শিল্পকর্ম নিয়ে ক্যানভাস আর্টিস্ট সার্কেল পদের পঞ্চান্নতম বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। চিত্রী অলোক ভট্টাচার্য বাস্তবধর্মী ছবি করেন। তার কয়েকটি সুন্দর কাজ প্রদর্শিত হয়েছে। স্বপ্নেশ চৌধুরী রাজস্থানের পটভূমি ও সেখানকার জীবনযাত্রাকে নিয়ে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট ছবি করেছেন। সুস্মিলেন্দু বিকাশ সিনহা তার কাজে লাইন ড্রইং এর সাথে পেনটিং এর এক সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। পৃথ্বিশ সিকদারের দুরকম কাজ দেখা গেল। কয়েকটি উন্নতমানের কোলাজ এবং বেশ কিছু মনোরম শিল্পকাঠের কাজ। মলয় দাসরা ল্যান্ডস্কেপগুলি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। অমিত সরকার বাস্তবধর্মী কাজের সঙ্গে সুন্দর চিন্তাভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বলাই কর্মকারের স্পিারেটিভ ছবিগুলি একটু ব্যতিক্রমী কাজ। কল্যাণ চক্রবর্তীর ড্রইং সমৃদ্ধ কাজগুলিতে রঙের প্রয়োগ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া যাদের কাজ ভাল লাগে তারা হলেন হারীত বসু, ললিত মাইতি, দেবকুমার বসু, দেবাশিস ভট্টাচার্য, অশোক রায়, সুমন দে ও গৌরী ভৌমিকের

কাজ যথাযথ। একমাত্র ভাস্কর বিপ্লব সরকার কয়েকটি সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন রেখেছেন।

প্রকাশিত হল আত্রেয়ী মজুমদারের ‘একা করি খেলা’

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা সঙ্গীতের জগতে আত্রেয়ী মজুমদার নতুন নাম। মাত্র ২ বছর বয়সে পূর্ণিমা রায়ের কাছে সঙ্গীতের হাতে খড়ি, পরবর্তী সময় গান শিখেছেন শৈবাল দাশগুপ্ত, ঝুমুর চট্টোপাধ্যায়এর কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তার সান্নিধ্যে। এখন তালিম নিচ্ছেন পৃথ্বিদীপ ভট্টাচার্যর কাছে। সরকারি বেসরকারি নানা অনুষ্ঠানে যেমন গান গেয়েছেন তেমন সিনেমা সিরিয়ালেও প্লেব্যাক করেছেন।

২০১১ সালে কসমিক-হারমনি থেকে বের হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিডি ‘রবি লহ অঞ্জলি’। ২০১৪তে র মিউজিক থেকে বের হয় রবীন্দ্র অ্যালবাম হিয়ার মাঝে’ সম্প্রতি কলকাতা প্রেসক্লাবের এসি অডিটরিয়ামে প্রকাশিত হল সাগরিকা মিউজিক থেকে আত্রেয়ীর তৃতীয় অ্যালবাম ‘একা করি খেলা’। এই সিডির উদ্বোধন করেন সঙ্গীত আয়োজক পার্থ পাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক পৃথ্বিদীপ ভট্টাচার্য, বিখ্যাত গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস, রেকর্ডিস্ট গৌতম

বসু, সাগরিকা মিউজিকের সমীর পণ্ডিত, সঙ্গীত শিল্পী সুগত ঘোষাল। সকলেই আত্রেয়ীর গানের গলার প্রশংসা করেন ও সিডিটি শ্রীবৃদ্ধির বাসনা করেন।

‘একা করি খেলা’-তে আত্রেয়ী ১০টি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন। তার গলায় ভাল লাগে গোপন কথাটি, সুখহীন নিশিদিন, তোমায় গান শোনাব, মমচিত্তে নিতি নৃত্যে, গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে উড়িয়ে ধ্বজা, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে, আমার সকল দুঃখের প্রদীপ, ছিন্নপাতার সাজাই তরণী, এতদিন যে বসেছিলেম গানগুলি শুনতে মন্দ লাগে না। সিডির দাম ১২৫ টাকা সিডিটি কিনতে পারেন, শুনতে পারেন। বাজার চলতি গানের থেকে অনেকটাই বেশি আমেজ এবং আন্তরিকতা পাবেন তার গানে যাতে সর্বোপরি মাধুর্য আছে।

আধুনিক সভ্যতার ওপর প্রাচীন বিজ্ঞান চর্চার প্রভাব ২

ভারতবাসীদের মধ্যে অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষই প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত। পাঠক্রমের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি পাঠ্যপুস্তকের কথায় আসি, তাহলেও বলতে হয় যাঁরা পাঠ্যপুস্তকগুলি সরকার নির্ধারিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে লিখেছেন, তাঁরা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নামই কোথাও উল্লেখ করেননি। যেমন – মাধ্যাকর্ষণ অভিকর্ষ বিষয়ে যখন নিউটনের কথা হয় – তখন স্বাভাবিক ভাবেই নিউটনের জন্মের ৫০০ বছর আগে ভারতীয় বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্যের নাম উল্লেখ করা যেত। এরকম অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়। এই প্রবন্ধ পাঠকালে পাঠকরা কিছুটা জানতে পারবেন। কাব্য, দর্শন-এর আলোচনায় প্রাচীন ভারতীয়রা উন্নতির শীর্ষে ছিলেন যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের মতো উচ্চমার্গের বিজ্ঞানীও পৃথিবীর কোনও দেশে ছিলেন না। শুধু পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান নয়, গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতের উৎকর্ষ অবিসংবাদিত ছিল।

পাটিগণিত সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের বিজ্ঞান এবং পাটিগণিতে সর্বাধিক ব্যুৎপন্ন ভারতেরই ছিল। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও ‘০’ শূন্য আবিষ্কারের স্থান অক্ষর আবিষ্কারের পরেই অর্থাৎ দ্বিতীয় বৃহত্তম আবিষ্কার যার জন্য আধুনিক যুগকে ঋণ স্বীকার করতেই হবে। আমেরিকার অধ্যাপক হ্যালস্টেড লিখেছেন, ১ থেকে ৯ এবং শূন্য (০) ধরে অর্থাৎ দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলেই হিন্দুরা গণিতে গ্রীকদের থেকে বেশি উন্নতি লাভ করেছিলেন।’ ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন তাঁর ভারত ইতিহাসে লিখেছেন, ‘‘হিন্দুরা পাটিগণিতে সর্ববাদী সম্মত দশ ধরে গণনা পদ্ধতির জন্য বিখ্যাত এবং মনে হয় এটাই গ্রীকদের তুলনায় পাটিগণিতে তাদের এত বেশি উন্নতির কারণ।’’

এই সংখ্যা গণনা পদ্ধতি নাকি ইউরোপ শিখেছিল আরবদের কাছ থেকে। কিন্তু আরবীরা নিজেরাই একে হিন্দু সংখ্যা বলে স্বীকার করে। ঐতিহাসিক কোলব্রুক বলেছেন, ‘আরবরা স্পষ্টতই বিজ্ঞানে অধর্ম এবং তাদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুসারেই এটা নিশ্চিত যে তারা এই সংখ্যা গণনা পদ্ধতি হিন্দুদের কাছ থেকে শিক্ষা করেছিল।’

ম্যাকডোয়েল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন, ‘‘বিজ্ঞানেও ভারতবর্ষের কাছে ইউরোপের ঋণ যথেষ্ট। প্রথমত, জগতে প্রচলিত সংখ্যা হিন্দুদের আবিষ্কার। শুধু অঙ্গ শাস্ত্রের নয় সমস্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশের উপর, এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রভাব অপরিসীম। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতীয়রা পাটিগণিত ও বীজগণিত আরবদের এবং তাদের মারফতে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের শিক্ষাদাতা হয়েছিল।’

এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতিকে ইংরাজীতে Decimal notation বলা হয়। হিন্দুরা Decimal notation আবিষ্কার করলেও দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেনি কোনও হিন্দু গণিতজ্ঞই দশমিক বিন্দুর ব্যবহার করেননি – এমনকী হিন্দু গণিত প্রতিভার ভাস্কর – ভাস্করাচার্যও নন

যদিও সুপণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পতঞ্জলির ব্যাসভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে হিন্দুরা দশমিক পদ্ধতি জানতে শুধু একথা সত্য বলে মনে হয় না। অধ্যাপক হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লীলাবতী পুস্তকের ইংরাজী সংস্করণে বলেছেন, ভাস্করাচার্যের সময়ে (দ্বাদশ শতাব্দী) হিন্দু পন্ডিতেরা দশমিক ব্যবহার জানতেন না। অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক গবেষক সুপণ্ডিত বিভূতিভূষণ দত্ত মনে করেন যে হিন্দুরা দশমিক বিন্দুর ব্যবহার জানত না।

হিন্দুরা পূর্ণ সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘনমূল ঘন – এই আট প্রকার প্রণালী জানত। মধ্যযুগে ইউরোপে ভাগকে খুব শব্দ জিনিস মনে করা হতো, কিন্তু হিন্দুদের কাছে তা বেশ সহজ ছিল। বর্তমান ভাগের প্রণালী হিন্দুদের আবিষ্কার। বর্গমূল ও ঘনমূল বের করবার বর্তমান নিয়মও হিন্দুদের দান। যে সমস্ত সংখ্যার বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা হয় না, তাদের নিকটতম বর্গমূল বের করার প্রণালী জানত। কোনও দুই বা ততোধিক সংখ্যার পূরণ ফল ঠিক হয়েছে কিনা স্থির করার জন্য ৯৯ বাদ দিয়ে যে নিয়ম রয়েছে তাও হিন্দুদের।

হিন্দুরাই প্রথম ত্রৈরাশিক আবিষ্কার করে। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে জানা যায়নি। তবে আর্যভট্ট (পঞ্চম শতাব্দী) প্রণীত গ্রন্থে ত্রৈরাশিকের নিয়ম পাওয়া যায়। আরবরা ত্রৈরাশিকও হিন্দুদের কাছে শিখেছিল। ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও হিন্দুদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ল.সা.গু (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক) নিয়ম হিন্দু গণিতজ্ঞ মহাবীর (নবম শতাব্দী) তার গণিত-সার সংগ্রহে এই নিয়ম ব্যবহার করেছেন। ল.সা.গু-র নাম দিয়েছেন ‘নিরুদ্ধ’।

হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছন্দগণিত (Permutation and Combination) জানত। বিভিন্ন রকমের বৈদিক ছন্দ ঠিক করার জন্যই তাদের দৃষ্টি এদিকে পতিত হয়। পিঙ্গলের (খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দী) ছন্দশাস্ত্রে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। শ্রেটী (Arithmatical and Geometrical Progression) ব্যবহারও হিন্দুরা জানত। আর্যভট্টের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মও রয়েছে। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যে অনন্তরাশি হয় ভাস্করাচার্যের লীলাবতীতে তা পাওয়া যায়।

ধর্ম হিন্দুদের জ্ঞান লাভের প্রেরণা যুগিয়েছে। ঠিক সময়ে ধর্মকার্য করার জন্য হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্রের ভালোমতন চর্চা শুরু করে। গণিতে ব্যুৎপত্তি না থাকলে জ্যোতিষশাস্ত্রে পন্ডিত হওয়া যায় না। ভাস্করাচার্য তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে লিখেছেন যে দুই প্রকারের গণিতশাস্ত্রে (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) অভিজ্ঞ হলে তবে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করার অধিকারী হওয়া যায়। ভাস্করাচার্য তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে লিখেছেন যে দুই প্রকারের গণিতশাস্ত্রে (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) অভিজ্ঞ হলে তবে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করার অধিকারী হওয়া যায়। উপমা দিয়ে বলেছেন –

ভোজ্যং যথা সর্বরসং খিলাজ্যং
রাজ্যং যথা রাজ বিবর্জিত চ।
সভা ন ভাতীব সুবক্তা হীনা
গোলালো ভিজ্ঞো গণকস্তুথাস্ত্র।

ঘৃত ভিন্ন যেমন খাদ্য, রাজাশূন্য রাজ্য যেমন, সুবক্তাহীন সভা যেমন, গণিত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ গণকও তেমন।তাই আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে গণিতের বিশদ আলোচনা আছে। প্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে আর্যভট্টচন্ত্রই এ বিষয়ে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে আর্যভট্ট এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এই বিষয়ে তিনিই ভারতের প্রথম লেখক নন। তাঁর আগেও এই বিষয়ে ভারতে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু আর্যভট্টের পূর্ববর্তী কোনো লেখকের গ্রন্থ পাওয়া যায় নি।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করতে হয় যে আজকাল কোনো মেধাবী ছাত্রের পক্ষেও এই বয়সে কোনো মৌলিক গবেষণা করে ওই জাতীয় গ্রন্থ লেখা সম্ভব নয়, যেহেতু একটি বিদেশি ভাষা আরও করতে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে অনেক সময় বেঁচে যায়। উইলিয়াম হেনরী পারকিন নামক এক রাসায়নিক মাত্র ১৮ বছর বয়সে ম্যাজেন্টা নামে কৃত্রিম রঙ আবিষ্কার করেন। ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা করতে হয় বলে কোনো বাঙালি ছাত্রের পক্ষে ওই বয়সে মৌলিক গবেষণা করার সুযোগ হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ওই বয়সে গণিত শাস্ত্রে কিছু মূল্যবান গবেষণা করে বিদেশি গণিত পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। যার জন্য বলা হয়, আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় পৃথিবী একজন গণিতজ্ঞকে হারিয়েছে। আর্যভট্ট কুসুমপুর বা বর্তমান পাটনায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের নাম আযভট্ট তন্ত্র। ওই সময়ে, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পাটনা অঞ্চলের মাতৃভাষা বা প্রাকৃতের তফাত বড় একটা ছিল না। সে সময় বলতে না পারলেও সংস্কৃত সকলে বুঝত।

সংগ্রাহক : অমলেশ মিত্র

ক্রমশঃ

গম্ভীর–উথাপ্পা দুরন্ত ফর্মে

আইপিএলে আরও একবার কেকেআর, তৃতীয়বার

কমল নস্কর

কতদিন হল তিনি হারিয়ে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোত থেকে। তার মধ্যে কেটে গিয়েছে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ, টি–২০ বিশ্বকাপ প্রভৃতি। তাও তিনি যে মেজাজে আছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্পূর্ণ উপভোগ করছেন তা বোঝা যায় আইপিএল শুরু হতেই। তিনি আর কেউ নন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর। এবারের আইপিএলে দলকে

শীর্ষে রাখতে গম্ভীর এবং উথাপ্পার অবদান যে সর্বাপ্রেক্ষা বেশি তা মানছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সূর্যকুমার যাদবের ফর্মে ফেরা। সব মিলিয়ে কলকাতা এবার যে ফর্মে খেলছে তাতে তৃতীয়বারের জন্য কাপ জেতার আশা করতেই পারেন শাহরুখ কিং খান। এখনও পর্যন্ত বাদশা খান নিজের টিমের খেলা দেখতে মাঠে হাজির হতে পারেননি। কি কলকাতা আর কি অ্যাওয়ে ম্যাচ কোথাওই তার টিকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভোটের বাজারে কলকাতাও ঠিক আইপিএল নিয়ে ঠিক মেতে উঠতে পারেনি। এখন দল যেভাবে খেলছে তাতে ৫ মে'র পর থেকে কেকেআর মাঠে নামলে কাতারে কাতারে সমর্থক হাজির হয়ে যেতে পারে। তখন আর বলা যাবে না এবারের আইপিএলে তেমন ক্রেজ নেই তিলোত্তমার।

গৌতম গম্ভীর এতদিন ক্রিকেটের মূলস্রোতে না থাকলেও তার ব্যাটের ধার যে এতটুকু কমে নি তার জলজ্যান্ত উদাহরণ কেকেআর অধিনায়ককের অসাধারণ ফর্ম। তার সঙ্গে যোগ করতে হবে রবীন উথাপার তুলকালাম ব্যাটিংয়েরও। উল্লেখ্য রবীন নিজেও তার অধিনায়কের মতোই অনেকদিন ক্রিকেট আঙিনার বাইরে । তাও বিন্দুমাত্র ফোকাস হারাননি তিনি। ফলে কেকেআর স্বাভাবিকভাবেই তাদের ইনিংসকে মেলে ধরতে সক্ষম হচ্ছে। আসলে ওপেনিং জুটি যদি ক্লিক করে যায় তা হলে বড় ইনিংস গড়ে উঠতে বাধ্য। সেটাই হচ্ছে রোজ। ছোট স্কোর যাও বা হচ্ছে নারিন, উমেশরা কৃপণ বোলিং করে বিপক্ষকে বাড়তে দিচ্ছে না। সব মিলিয়ে কাপ হ্যাটট্রিকের দিকে ক্রমশ ধাবিত হচ্ছে শাহরুখের টিম। এখানে একটা সাবধানতা অবশ্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সেটি হল সদ্য শেষ হওয়া ফুটবল আই লিগে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার জয়ের কাছে চলে যাওয়া মোহনবাগানের যেভাবে পদস্খলন হল সেটা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগনো উচিত কেকেআর ম্যানেজমেন্টের। কারণ অনেকসময়ই দেখা গিয়েছে ক্রিকেটে সেরা দল ফর্মে থাকা সত্ত্বেও ভালো কিছু করতে পারছে না।

আর কে না জানে ক্রিকেট খেলায় একটা বড় শব্দ হল ল অফ অ্যাভারেজ। অর্থাৎ পরপর ম্যাচ জিততে থাকা দল একটা পর্যায়ে গিয়ে আটকে গেল বা হেরে গেল। এটা এড়ানোর জন্য এখন থেকেই তৈরি থাকতে হবে গম্ভীর বাহিনীকে। তাহলে গিয়ে হয়তো একটা ভালো কিছু করে দেখাতে পারবে টিম শাহরুখ। আর তৃতীয়বার কাপ জেতার মতো ভালো অ্যাচিভমেন্ট আর কিছু যে হয় না তা বেশ ভালো বোঝেন অধিনায়ক গম্ভীর। তার সহ খেলোয়ারদের কথা এবং বিশেষ করে কোচ জ্যাক কালিসের অবদানের কথা তুলে ধরছেন গৌতম।

তার কথায় এই দলের এই চৌকস খেলার পিছনে জ্যাকের ভূমিকা অপরিহার্য। কালিস যেহেতু এই কেকেআরে একদম প্রথম থেকে রয়েছেন, খেলোয়ার হিসাবে বড় সাফল্যও পেয়েছেন তাই তিনি হাতের তালুর মতো চেনেন এই দলটিকে। কাকে কিভাবে মানসিকভাবে চাঙ্গা করে তোলা যায় সেই দাওয়াই ও হাতে মজুত রয়েছে জ্যাকের। কে বলতে পারে মূল স্ট্রিমে না থাকা গৌতম–রবীনের এই অসাধারণ ফর্ম শুধুমাত্র নিজেদের দক্ষতার ফসল নয়। এর পিছনে হয়তো জ্যাক কালিসের সুনিপুণ পরিচালনাও রয়েছে। সেটাই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

অন্যদিকে দেখুন এবারের আইপিএলে দল হিসাবে কেকেআর এর থেকে শক্তিশালী ব্রিগেড অনেকেই গড়েছে। এই যেমন বেঙ্গালুরু রয়াল চ্যালেঞ্জার্স। কে নেই তাদের দলে। খোদ ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অধুনা সুপার স্টার বিরাট কোহলি, সদ্য টি–২০ বিশ্বজয়ী ক্রিস গেইল, বিশ্ব ক্রিকেটে বোলারদের ত্রাস বলে পরিচিত ডেভিলিয়ার্স এবং আরও অনেকেই। সেই বেঙ্গালুরু দলকেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার ক্ষমতা এই মুহূর্তে একমাত্র কলকাতারই আছে। তা কলকাতার খেলায় এই রসদ কোথা থেকে এল সেটাই বোধহয় এই সময়ে সবথেকে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বড় দেরিতে ঘুম ভাঙল বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠ ছেড়ে বেরনোর সময় শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে জমায়েত হওয়া সমর্থকরা আফশোসে ফেটে পড়ছিলেন। বিশেষ করে শেষ ম্যাচে মোহনবাগান যেভাবে ইতিমধ্যেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়া বেঙ্গালুরু এফসিকে ৫–০ গুড়িয়ে দিল তাতে আফশোস কেন, ক্রোধের উন্মেষ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। টুর্নামেন্টে সেরা হলেন বাগানের সনি নর্ডি। আর বেঙ্গালুরুকে মাটিতে পিষে দেওয়া ম্যাচে জোড়া গোল করলেন ক্যারিবিয়ান তারকা কর্নেল গ্লেন। অথচ মাঠে মারা গেল যাবতীয় উদ্যোগ। কারণ শীর্ষ অবস্থা থেকে শুধুমাত্র নিজেদের ভুলে আজ রানার্স হয়ে খুশি থাকতে হল সঞ্জয় সেনের দলকে। আই লিগ এমন এক ফুটবল টুর্নামেন্ট যেখানে দ্বিতীয় হওয়ার কোনও গুরুত্ব নেই। একমাত্র চ্যাম্পিয়ন হতে পারলেই আপনি দেশের ফুটবলে কল্কে পাবেন। গতবার দীর্ঘ এক যুগের খরা কাটিয়ে মোহনবাগান আই লিগ ঘরে এনেছিল।

এবারেও চলে গিয়েছিল এমন এক জায়গায় যেখান থেকে কাপ জেতা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সেখান থেকেই কার্যত পচা শামুকে পা কাটলো সবুজ মেরুন দলের। প্রথমে লিগের নিচের দিকে থাকা আইজল এফসি–র কাছে হার দিয়ে শুরু। তারপর চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে অসম্ভব ভালো ফুটবল উপহার দিয়েও ১–২ হারতে হল বাগানকে। পরের ম্যাচে মুম্বই এফসির সঙ্গেও আবার ড্র। এবারের ফল ২–২। ব্যাস আই লিগ থেকে ছিটকে গেল টিম মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েও হেলায় হারায় বাগানের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার বলে পরিচিত জেজে। বস্তুত, তিনি যে এভাবে পেনাল্টি মিস করতে পারেন তা বোধহয় কোনও ফুটবল প্রেমী ভাবতে পারেন নি। তবে ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে জেজে–কে না দিয়ে অভিজ্ঞ কাতসুমি বা কর্নেলের পেনাল্টি নেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত বাগান ম্যানেজমেন্টের।

তাছাড়া মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খানিকটা কাজ করেছে দুর্ভাগ্য এবং ভুল রেফারিং। রেফারির খারাপ সিদ্ধান্তের ফলেই মোহনবাগান মুম্বই এফসিকে বাগে পেয়েও হারাতে পারেনি বলে অভিযোগ। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় হয়ে খুশি থাকতে হল সবুজ–মেরুন জার্সিধারীদের। বাগানের দৌড় শুধুমাত্র জাতীয় লিগেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এএফসি কাপের মতো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট পাশাপাশি চলা সত্ত্বেও তাতে যথেষ্ট দাগ কাটতে পেরেছে কাতসুমি–গ্লেনরা। সেই একই প্লেয়াররা পারলেন আই লিগ দ্বিতীয়বার ঘরে আনতে।

মোহনবাগানের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপট হিসাবে যে কারণগুলি উঠে আসছে তার মধ্যে প্রায় প্রধান কারণ টুর্নামেন্টের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে সনি নর্ডির সার্ভিস না পাওয়া। এই হাইতিয়ান ফুটবলার জাতীয় দলের হয়ে খেলতে দেশে ফিরে যান আই লিগের এক মোড় ঘোরানো পর্বে। এটা বড় ফারাক গড়ে দিয়েছে বলে মনে করেন অনেকেই। তবে এটাই একমাত্র যুক্তি নয়। বরং দ্বিতীয় আর একটা কারণ রয়েছে যাকে অনেকটাই গুরুত্ব দিচ্ছেন সকলে। সেটি হল কোচ সঞ্জয় সেনকে বেশ কয়েকটি ম্যাচে দলের সঙ্গে বসায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়া। সঞ্জয় যেভাবে পুরো দলকে তাতাতে পারেন সেটা অন্যদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। আর ভাগ্য এবং কিছুটা বিরুদ্ধ রেফারিংও ডুবিয়েছে সবুজ মেরুনকে।

আসলে বাংলার ফুটবল ভাগ্যটাই এবার কেমন যেন মিইয়ে থাকল। আর ভরাডুবি হল একেবারে অন্তিম ক্ষণে। এর থেকে কষ্টের উদ্রেক আর কোনও কারণেই হয়তো হতে পারে না। তাও সব মেনে এখন এখন এএফসি কাপ এবং ফেডারেশনে ভালো পারফরমেন্স করতে ঝাঁপাতে চলেছে পুরো বাগান পরিবার। সুখের কথা পুরো দল তৎসহ কোচ সঞ্জয়কে এখন পুরোদমে পাওয়া যাচ্ছে। এর সদ্ব্যবহার করতে মরিয়া কাতসুমি বাহিনী।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন **'অ্যাপস রিপোর্টার'**

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

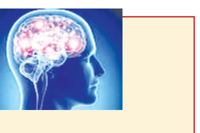

মগজ ধোলাই

- গান্ধি সাগর বাঁধ কোন নদীতে অবস্থিত?
- কে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন?
- বেদ শব্দটি কোন সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে?
- সব থেকে বড় সরীসৃপ কোনটি?
- কোন দেশ থেকে বোলেরো নাচের উৎপত্তি?

গত সংখ্যার উত্তর

- সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- গরিব গ্রামবাসীদের দুঃখ কষ্টই ছিল মূল ভাব
- সাউথ আমেরিকা।
- বেগটন কাপ ১৮৯৫ সালে কলকাতায় হয়েছিল।

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ৩০–৬ তারিখের মধ্যে

জীবনদায়ী প্রাচীর

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎছটায় অপরাজিতার চোখ দু'টো ঝলসে গেল। ক্ষণপ্রভাটি এত তীব্র ছিল যে অপরাজিতার সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল তার মৃত্যু অবধারিত। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল, কেউ একজন বলেছিল তড়িতাঘাতে মৃত্যু হলে, বিদ্যুৎছটা নয়নগোচর হবার পূর্বেই তা ঘটে যায়। এ ক্ষেত্রে ক্ষণপ্রভাটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তার অর্থ অপরাজিতা বেঁচে আছে। এর অব্যবহিত পরেই বিকট এক শব্দে বিশ্বচরাচর আলোড়িত হবার কথা। সেই আশঙ্কায় অপরাজিতা কান দু'টো দু'হাত দিয়ে সবলে চেপে ধরে রাখল। কিন্তু, কোনও বিদ্যুৎ গর্জন কর্ণগোচর না হওয়াতে অপরাজিতা যুগপ বিস্মিত ও শঙ্কিত হল।

একটু ধাতস্থ হতেই অপরাজিতার মনে হল যে ও একটি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওর দৃঢ় ধারণা, ওই প্রাচীরের জন্যই সে এ যাত্রায় বেঁচে গেল। পরমুহূর্তে অপরাজিতার উপলব্ধি হল যে ও প্রকৃতপক্ষে দাঁড়িয়ে নেই, ও আছে বিছানায় শুয়ে। আর যেটাকে ও এতক্ষণ প্রাচীর ভাবছিল, আসলে সেটা ওর কন্যা শিউলির পৃষ্ঠদেশ। সরস্বতী পূজার এক দিনের ছুটিতে শিলিগুড়ি থেকে বাড়িতে এসে শিউলি মায়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে আছে। ও এখন ডাক্তারি পড়ছে।

* * *

বেশ কিছুদিন হল শিউলি ডাক্তারি পাশ করেছে। এখন সে ডাঃ শেফালিকা গুইন। আর এন টেগর হাসপাতালের সে এখন হার্টস্পেশালিস্ট। উতালিকা হাইউজিং কমপ্লেক্সের একটি ফ্ল্যাটে সে এখন মাকে নিয়ে থাকে। সেদিন ছিল শিউলির নাইট শিফট। বেরুনোর মুখে মায়ের ঘরে গিয়ে দেখতে পেল, মায়ের শ্বাস–কষ্ট হচ্ছে আর মা প্রচণ্ড ঘামছেন। মায়ের নাড়ি অত্যন্ত দ্রুত!

অপরাজিতা মেয়েকে বলল, আজ আর তুই আমাকে একা ফেলে যাস না, আমার কেমন যেন লাগছে! অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করে শিউলি ওর মাকে নিজের হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। আই–সি–সি–ইউতে তিন দিন থাকার পর, জেনারেল বেডে আনা হল। সেখানে দিন চারেক থাকার পর মা সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরল।

অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়ি ফেরার সময় অপরাজিতার মনে পড়ে গেল বছর পনেরো আগের সেই স্বপ্নের আর সেই জীবনদায়ী প্রাচীরের কথাটা।

গত সংখ্যার উত্তর : শুকতারা
উত্তরদাতা– সুনীল কর্মকার

অভীক মুখার্জী, বিশেষ শিশু, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

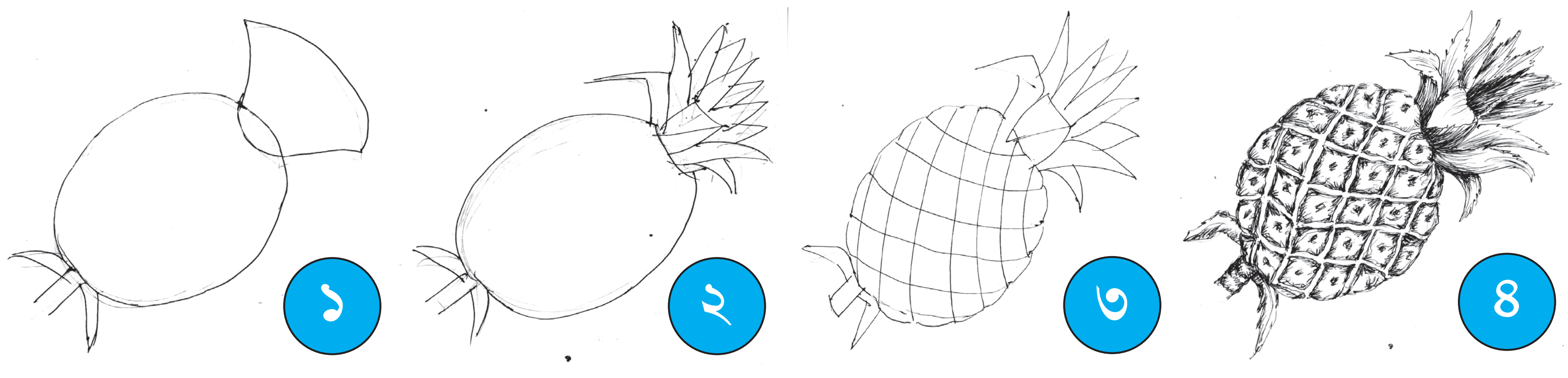

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com